CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-288 ■ 28 July, 2025 ■ আগরতলা ২৮ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর শোক

হরিদ্বারে মনসা দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে ৬ পূণ্যার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু, আহত বহু

হরিদ্বার, ২৭ জুলাই ।। *উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে অবস্থিত পবিত্র মনসা দেবী মন্দিরে আজ সকালে এক হৃদয়বিদারক পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে অন্তত ৬ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু এবং ৩০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। গুরুতর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে ৭ জন এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মন্দিরগামী সিঁড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ার কারণে এই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে।*

আজ রবিবার, শ্রাবণ মাসের শুভ তিথিতে মনসা দেবী মন্দিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভিড় ছিল। সকাল আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ, মন্দিরগামী সংকীর্ণ সিঁড়ি পথে হঠাৎ করে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভিড়ের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার একটি গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই গুজব শোনার পরই পুণ্যার্থীরা দিশেহারা হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন, যার ফলে বহু মানুষ একে অপরের ওপর পড়ে যান। কিছু সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, বহু মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বা পদপিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

হরিদ্বারের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) প্রমেন্দ্র সিং ডোবাল জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। মানুষ সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় এবং তারা একে অপরের ওপর পড়ে যায়।' তবে উত্তরাখণ্ড পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (ইউপিএল) জানিয়েছে, তাদের কোনো বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে ত্রুটি ছিল না বা কোনো তার ছিঁড়েও পড়েনি। তবে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দগ্ধ হয়েছেন, বাকিরা পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন।

ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরাখণ্ড পুলিশের স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ) এবং স্থানীয় পুলিশ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। উদ্ধারকারী দল তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। আহত পুণ্যার্থীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ছিল হৃদয়বিদারক। মোট ৩৫ জন আহতকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে এবং ৭ জন এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহ করছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নির্ণয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আশারামবাড়িতে মন কি বাত অনুষ্ঠানে হামলা

বাইক-গাড়ি ভাঙচুর, আহত বহু বিজেপি কর্মী

গ্রেপ্তার এক, অভিযোগ মথার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের শ্রবণ কর্মসূচিতে হামলা চালালো তিপ্রা মথা দলের সমর্থকরা, এমনটাই অভিযোগ। ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ৭ জন বিজেপি কর্মী। ভাংচুর করা হয়েছে গাড়ি। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঘটনাস্থলে মোতায়ন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত নেমে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, আজ সারা দেশের সাথে রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপির কর্মী সমর্থকগণ। একই সাথে আশারামবাড়িতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল বিজেপি কর্মীরা। আশারামবাড়ী পূর্ব তকছাইয়া এডিসি ভিলেজের ৩০ নম্বর বুথে স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির মান কি বাত অনুষ্ঠান শোনা হচ্ছিল। তখনই হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন দুষ্কৃতিকারী সেখানে প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে বিজেপি নেতা বিপিন দেববর্মা জানিয়েছেন, সারা দেশের সাথে রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মানকি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণ চলছিল আজ। আশারামবাড়ী পূর্ব তকছাইয়া এডিসি ভিলেজের বিজেপি সমর্থকরাও এই অনুষ্ঠান শ্রবন করছিলেন। তখনই তিপ্রা মথা দলের

সমর্থক প্রায় ২০-৩০ যুবক সেখানে উপস্থিত হয়ে মান কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণে বাধাদান করে। তাদের দাবি, এডিসি এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি শোনা যাবেনা। এই বলেই সেখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। ঘটনার সাতজন বিজেপি কর্মী, রক্তাক্ত হয়েছেন। যাদের মধ্যে দু - তিনজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বিপিন দেববর্মা আরো জানান, দুষ্কৃতিকারীরা বিজেপি কর্মীদের ১০ থেকে ১৫ টি বাইক ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে দুটি গাড়িতেও। তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র এমনকি দেশীয় বন্দুক ছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। এদিকে এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ ঐক্যের বার্তা দেন। তিনি বলেন, তিপ্রাসারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়। ঐক্যতাই একমাত্র পথ। উল্টে বিজেপিকে সাবধান করে দেন তিনি। প্রদ্যোতের দাবি, বিজেপিতে প্রবেশ করেছে। তারাই বিজেপির শীর্ষস্থানে বসে বর্তমানে

ঐক্যের বার্তা প্রদ্যোতের

সিপিআইএমের প্রথম সারির নেতারা বর্তমানে সুবিধার জন্য রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। তাই বিজেপিকে সাবধান করে দেন প্রদ্যুৎ কিশোর। তাদেরকে দলে রাখা হচ্ছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বলে পরামর্শ দেন তিনি। যদিও ঐক্যতার আড়ালে আশারামবাড়িতে ঘটে যাওয়া গোটা ঘটনাটিকে একপ্রকার অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

এদিকে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনায় ইতিমধ্যেই মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজেপি। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ রিন্টু দেববর্মা নামে তিপ্রা মথার এক যুবনেতাকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই হামলার ঘটনায় অভিযোগমূলে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে। আপাতত ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিজেপির শরিক দলের এ ধরনের ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছে তিপ্রা মথা। তারপরেও শাসকদলের কর্মীদের উপর আক্রমণকে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা কিভাবে দেখবেন সেটাই প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। বিপিন দেববর্মা জানান, ইতিমধ্যেই প্রদেশ সভাপতি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে গোটা বিষয়টি নেওয়া হয়েছে। বিজেপির এক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গায়ের জোরে রাজনীতি হয় না

এ ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ বরদাস্ত করা হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। গায়ের জোরে রাজনীতি হয় না, এ ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ বরদাস্ত করা হবে না। এর বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ জিবি হাসপাতালে আশারামবাড়ির রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত দলীয় কর্মীদের দেখতে গিয়ে এ কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

ঘটনার খবর পেয়ে আজ রাত প্রায় দশটা নাগাদ জিবিপি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। গায়ের জোরে রাজনীতি হয় না। রাজ্যে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষকে কোনভাবেই সহ্য করা হবে না। এর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ঘৃণ্য রাজনীতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, আশারামবাড়ি তকছাইয়া এডিসি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম মানুষকে অলস মস্তিষ্কে পরিণত করেছে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সিপিআইএম নেতারা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কোন কাজ করেন না। তারা মানুষকে অলস মস্তিষ্কে পরিণত করেন। তাদের প্রত্যেককেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মনকে বাত অনুষ্ঠান শোনা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার রামনগর মন্ডলে প্রধানমন্ত্রীর ১২৪ তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

রামনগর মন্ডলে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও

উপস্থিত ছিলেন রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংসদ বিপ্লব দেব আরো বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন কি বাত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের অন্তরের অন্তর্নিহিত কথাগুলো তুলে ধরেন। তিনি এদিন বিরোধীদলীর ভূমিকরের সমালোচনা করেন। বিরোধীরা ভোটার তালিকা ইস্যুতে অহেতুক গত এক সপ্তাহ ধরে সংসদ অচল করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তিনি বলেন সংসদ হলো জনগণের কথা তুলে ধরা এবং দেশের সার্বিক বিষয় তুলে ধরে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পবিত্র স্থান।

অভিমানী ছাত্রীর মৃত্যু শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ জুলাই।। *অবশেষে শিক্ষিকার বকুনিতে অভিমানী ছাত্রীর মৃত্যু হল আজ। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তৃষা মজুমদার। ঘটনার খবর পেয়ে জিবিপি হাসপাতালে ছুটে গেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। কথা বলেছেন ছাত্রীর বাবার সঙ্গে। উল্লেখ্য, বিলোনিয়া মহকুমার বরপাথরি সোনাপুর এলাকার বাসিন্দা সমর মজুমদারের কন্যা তৃষা মজুমদার বরপাথরি সোনাপুর স্কুলে দশম শ্রেনীতে পাঠরত ছিল। তৃষা মজুমদার লেখাপড়ায় খুব মেধাবী। সে দশম শ্রেনীতে প্রথম স্থানে রয়েছে।*

এর মধ্যে বিদ্যালয়ে টেষ্ট পরিক্ষায় বায়োলজিতে ১৪ নাম্বারের মধ্যে ১৩ নাম্বার পেয়েছে তৃষা। জানা যায় পরিক্ষার উত্তর পত্রে শেষের উত্তরটি অন্যকলম ব্যবহার করে লেখেছে তৃষা। উত্তরটি সঠিক হবার পরেও এক নাম্বার কেটে নেওয়াতে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিনা দাস পাটারির নিকট গেলে তিনি তৃষা মজুমদারকে নকল করেছে বলে সকলের সামনে অপমান করে নানান ভাষায় কটুক্তি করেছে বলে অভিযোগ। শিক্ষিকা বিনা দাস পাটারির এইধরনের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে তৃষা মজুমদার বাড়িতে গিয়ে বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনাটি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হলিক্রস স্কুলের ছাত্রের রহস্য মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ জুলাই।। ধর্মনগরের বাগবাসা এলাকার একটি বেসরকারি হোস্টেলে হলিক্রস স্কুলের ১৭ বছর বয়সী ছাত্র বেনসন চাকমার রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে গভীর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ছাত্রের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার মাছমারা এলাকায়। পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হোস্টেল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ও অসংবেদন শীলতাই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিশুর মৃত্যু ঘিরে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা, গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ জুলাই।। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নয় মাস বয়সী এক শিশুকন্যার মৃত্যুকে ঘিরে আজ সকাল থেকে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসকের গাফিলতি এবং সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ার কারণেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার কথা জানিয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার আনুমানিক সকাল ৬টায় শান্তির বাজার মহকুমার কালাছড়া এলাকার বাসিন্দা রাজীব দাস তাঁর নয় মাসের কন্যা সন্তান দিকসা দাসকে নিয়ে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে আসেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল রাত থেকেই দিকসা পেটের ব্যথায় ভুগছিল। হাসপাতালে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দেবশ্রী রিয়াং শিশুটিকে দেখে দুটি ঔষধ লিখে দেন।

রাজীব দাস ঔষধগুলি দোকান থেকে কিনে ফেরার পথে একটি ঔষধ দিকসাকে খাওয়ান। পরিবারের অভিযোগ, এই ঔষধ খাওয়ানোর পরই দিকসা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দিকসাকে পুনরায় শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে না দেখেই তাঁর ডিউটি শেষ বলে চলে যান। পরিবারের লোকজনের দাবি, চিকিৎসক যদি সময়মতো দিকসাকে দেখতেন, তাহলে হয়তো সে বেঁচে যেত। এদিকে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৮ জুলাই, ২০২৫ ইং
১১ শ্রাবণ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চাকরির বাজারে অশনি সংকেত

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণের সেরা বিশ্ব জুড়িয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিতেছে। ইহার প্রভাব আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্যেও পরিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমিয়া যাইবে। ফলে বেকারত্ব আরো চরম আকার ধারণ করিতে পারে। ইহা একটি উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এমনিতেই সারা দেশজরিয়া কর্মসংস্থান কমিয়া গিয়াছে। যে হারে শিক্ষার হার বাড়িতেছে সেই হারে সরকারি চাকরি দেওয়া কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। কর্ম বিমুখ যুব সমাজ আরো হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। এই হতাশা হইতে মানসিক ভারাক্রান্ত হইয়া যুবসমাজ বিপদে পরিচালিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। আমাদের দেশ ভারত বর্ষ যুব সম্প্রদায়ের আধিক্য রহিয়াছে। এই যুবসমাজ কর্ম বিমুখ হইয়া পড়িলে গোটা দেশ জটিল সমস্যায় পর্য্যবেষিত হইবে। ইহার অন্যতম কারণ হিসাবে আধুনিক প্রযুক্তি দায়ী। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি অবশ্যই মানবকল্যানে আবশ্যিক। কিন্তু যেভাবে আধুনিক প্রযুক্তি বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অবরুদ্ধ করিতে শুরু করিয়াছে তাহাতে মানব সভ্যতা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। শুধুমাত্র ছোট মাঝারি কলকারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নয় বহু জাতি সংস্থা গুলিতেও ইহার প্রভাব পড়িতে শুরু করিয়াছে।

চাকরির বাজারে ফের সংকটের মেঘ। এক ধাক্কায় বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিল ভারতের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা টাটা কনসাল্টেন্সি সার্ভিস। রবিবার কোম্পানির তরফে জানানো হইয়াছে যে ২০২৬ আর্থিক বছরে তাঁহারা তাহাদের কর্মীসংখ্যা ২ শতাংশ কমাইয়া নিয়া আসিতে চায়। তবে নিচুতলার কর্মীদের উপর এই ছাঁটাইয়ের কোনও প্রভাব পড়িবে না।মূলত কোম্পানির উচ্চতর ও মাঝামাঝি পর্য্যায়ে থাকা কর্মীরাই এই ছাঁটাইয়ের ফলে বিপাকে পড়িবেন। কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে বিশ্ববাজারে টিকিয়া থাকিতে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলা অনিবার্য্য। তাই আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআইয়ের ব্যবহারও একরকম আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।সেই এআইকেই এখন কাজে লাগাইতে চলিয়াছে টিসিএস। পাশাপাশি তাহারা নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পা রাখিতে চলিয়াছে। সেক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিই হইয়া উঠিতে চলিয়াছে অন্যতম হাতিয়ার। এর ফলেই প্রায় ১২ ২০০ কর্মীর চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। তবে বিশ্বজুড়িয়া টিসিএসের যে ক্লায়েন্টরা রহিয়াছে তাহাদের পরিষেবার উপর যাহাতে কোনও রকম প্রভাব না পড়ে তাহাও নিশ্চিত করিতে বলা হইয়াছে কোম্পানির তরফে। টিসিএসের সিইও কে কৃত্তিবাসন স্বীকার করিয়াছেন ব্যবসা পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে সংস্থায় কিছু আভ্যন্তরীন পরিবর্তন ঘটাইতে হইতেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রতি বর্ণবাদ এখনও বিদ্যমান: গৌরব গগৈ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : আসাম কংগ্রেসের সাংসদ গৌরব গগৈ, ইন্ডিয়া টুডে-র সাংবাদিক প্রীতি চৌধুরীর একচেটিয়া পডকাস্টে এক খোলামেলা কথোপকথনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মুখোমুখি হওয়া চলমান বর্ণবাদের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। বৈষম্য এখনও বিদ্যমান স্বীকার করে, গগৈ অঞ্চলের তরুণদের মধ্যে একটি ইতিবাচক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন যা তাদের পরিচয় নিয়ে ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস এবং গর্ব দ্বারা চিহ্নিত।

গগৈ বলেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রতি বর্ণবাদ এখনও বিদ্যমান,' দিল্লিতে অধ্যয়নরত অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে সাম্প্রতিক একটি কথোপকথন স্মরণ করে তিনি এই মন্তব্য করেন। 'যদি আপনি ২০ বছর আগে ফিরে যান, অভিজ্ঞতাটি সময় থেকে স্থির বলে মনে হয়। একই উদ্বেগগুলি রয়ে গেছে।'

তবে, গগৈ তরুণদের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তিনি যোগ করেন, 'এখন যা ভিন্ন তা হলো উত্তর-পূর্বের তরুণরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। তাদের পরিচয়, খাদ্যাভ্যাস বা ফ্যাশন গোপন করার পরিবর্তে, তারা এখন তা গর্বের সাথে প্রকাশ করে, মানুন বা না মানুন।' তিনি সহানুভূতির চেয়ে গর্বের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'আমি প্রায়শই মানুষকে বলি কখনও সহানুভূতি চাইবেন না। আমরা আমাদের ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। আমরা অন্য যে কারো মতোই ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতি এবং পরিচয় আমাদের অবদানে প্রতিফলিত হয়, তা মেরি কম, মীরাবাই চানু, চলচ্চিত্র শিল্পের কেউ, অথবা আমি নিজেই সংসদে।'

গগৈ এই বলে শেষ করেন যে, উত্তর-পূর্বের মানুষরা তাদের পরিচয় এবং সমতা দাবি করতে চায় ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, বরং শ্রেষ্ঠত্ব এবং যোগ্যতার মাধ্যমে।

এক পডকাস্টে কথোপকথনে, আসাম কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ তার রাজনৈতিক যাত্রা, দলের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

গগৈ বলেন যে, তিনি আসলে শর্মাকে ধন্যবাদ জানাতে চান, কারণ শর্মা ২০২৬ সালের আসাম বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ক্রমবর্ধমান স্নায়বিকতাকে প্রকাশ করেছেন। গগৈ বলেন, 'আমি আসলে মুখ্যমন্ত্রীকে তার সাম্প্রতিক মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আসামের রাজনীতিতে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ তৈরির চেষ্টা করে, তিনি কেবল নিজের নিরাপত্তাহীনতা এবং বিজেপির আসল উদ্দেশ্যই প্রকাশ করেছেন।'

তিনি দাবি করেন যে, বিজেপি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অনিশ্চয়তা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। 'তাদের একটি উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল আমার দলে সন্দেহের বীজ বপন করা। কিন্তু আমার নেতৃত্ব আমাকে পুরোপুরি সমর্থন করায় আমি কৃতজ্ঞ।'

বৃহত্তর রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে গগৈ যোগ করেন, 'যদি ঝাড়খণ্ড নির্বাচন থেকে আমি কিছু শিখে থাকি, তা হলো মানুষ প্রায়শই রাজনীতিবিদদের চেয়ে বেশি স্মার্ট হয়। তারা এই কৌশলগুলি বুঝতে পারে।'

এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আসামে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, গগৈয়ের এই মন্তব্য একটি স্পষ্ট পাল্টা আক্রমণকে চিহ্নিত করে, যা আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে এবং বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

জাতীয় পিতামাতা দিবস

বাবা-মা দিবসে আমাদের বাবা-মাকে সম্মান জানানো আমাদের জীবনে তাদের অমূল্য প্রভাব এবং তাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের কথা তুলে ধরে। এটি আপনাকে তাদের ধন্যবাদ জানানোর এবং তাদের অঙ্গীকার ও ত্যাগকে সম্মান করার সুযোগ দেয়। এই অনন্য দিনটি পরিবারগুলিকে একত্রে আবদ্ধ করে এমন বন্ধনকে আরও গভীর করে এবং বাবা-মায়ের নেতৃত্ব ও লালন-পালনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি করে।

প্রতি বছর ২৮ জুলাই, বিশ্বজুড়ে জাতীয় পিতামাতা দিবস পালিত হয় কারণ এটি সমস্ত পিতামাতা এবং আমাদের জীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়। এই দিনটি পরিবারগুলিকে একত্রিত করে মা এবং বাবা উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জুন মাস যেখানে বাবাদের স্মরণ করে এবং মে মাস মায়েদের সম্মান করে, সেখানে জুলাই মাস একই সাথে বাবা-মা উভয়ের কৃতিত্বের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি দেওয়ার আদর্শ সুযোগ দেয়, যা আমাদের জীবনে পরিবার এবং পিতামাতার ভালোবাসার তাৎপর্য তুলে ধরে।

আমরা সেই সকল বাবা-মাকে সম্মান জানাই যারা তাদের সন্তানদের লালন-পালন এবং সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন।

আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আমাদের বাবা-মা হলেন প্রকৃতির সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। একটি শিশুর বিকাশ এবং বৃদ্ধির জন্য তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিপাবলিকান সিনেটর ট্রেন্ট লটের কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পিতামাতা দিবসের লক্ষ্য হল দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব এবং পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের ইতিবাচক শক্তি প্রদানের প্রচার করা। এই দিনটি পিতামাতার ত্যাগ এবং তাদের সন্তানদের প্রতি তাদের আবদ্ধ করে রাখা অটল ভালোবাসার স্মৃতিচারণ করে। যেহেতু এটি জুলাই মাসে পালিত হয়, তাই এটি মে মাসে মা দিবস এবং জুন মাসে বাবা দিবসের একই তারিখে পড়ে।

'আমাদের বাবা-মা আমাদের যে সবচেয়ে বড় উপহার দিতে পারেন তা হল আমাদের নিজেদের ভুল করার স্বাধীনতা।' - এমিলি ডিকিনসন (আমেরিকান কবি)

'জীবনের ঝড়ের সময় মায়ের বাহু এবং বাবার নির্দেশনা হলো সন্তানের আশ্রয়।' একজন বাবা-মা তার সন্তানকে যে সবচেয়ে বড় উপহার দিতে পারেন তা হল নিঃশর্ত ভালোবাসা। যখন একটি শিশু তার পথ খুঁজে বের করে ঘুরে বেড়ায়, তখন তার পিতামাতার কাছ থেকে পরম ভালোবাসার অনুভূতি প্রয়োজন। যতক্ষণ না ভালোবাসা নিঃশর্ত থাকে, ততক্ষণ কঠোর ভালোবাসায় কোনও ভুল নেই।' - জর্জ ডব্লিউ বুশ 'আমার বাবা-মা আমার মেরুদণ্ড। এখনও আছেন। তারাই একমাত্র দল যারা তোমাকে সমর্থন করবে যদি তুমি শূন্য স্কোর করো, অথবা ৪০ স্কোর করো।'- কোবে ব্রায়ান্ট

'ভালোবাসা হলো একটি শিশুকে তার বাবা-মায়ের সাথে আবদ্ধ করার শৃঙ্খল।' - আব্রাহাম লিংকন

'জীবনের জটিল গোলকধাঁধায়, তোমার ভালোবাসা আমার পথপ্রদর্শক হয়েছে, আমাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করেছে।'

জীবনের ঝড়ো আবহাওয়ায় তোমাদের ভালোবাসা আমার আশ্রয়স্থল। প্রিয় বাবা-মা, আমি তোমাদের প্রশংসা করি।'আমি যখন মন খারাপ করি তখন তুমি যেভাবে সবসময় আমাকে ভালো বোধ করাতে জানো, তা আমার খুব ভালো লাগে। আমার জন্য তুমি যে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করেছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তোমাদের দু'জনকেই খুব ভালোবাসি। শুভ বাবা দিবস। তুমি আমাদের মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছো, আর তোমার ভালোবাসা আমাদের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। শুভ বাবা দিবস!

যে ইউরোপীয় "গুপ্তচর" ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় এসেছিলেন

ওয়াকার মুস্তফা

জেদ্দা উপকূলে এসে পৌঁছানোর পর নেদারল্যান্ডসের বছর সাতাশের এক তরুণের একটাই লক্ষ্য ছিল- মক্কায় প্রবেশ করা এবং তথ্য সংগ্রহ করে নিজের দেশের সরকারকে পাঠানো।

তার নাম ক্রিশ্চিয়ান সনুক হারখ্রোনয়ে, জেদ্দায় পৌঁছান ১৮৮৪ সালের ২৮শে আগস্ট।

মক্কা সফরে যাওয়া ইন্দোনেশিয়ার আচেহ অঞ্চলের যাত্রীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ছিল তার প্রধান দায়িত্ব।

সতেরো শতক থেকে বিশ শতকের মাঝে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ডাচ উপনিবেশ। এর নেপথ্যে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাণিজ্য ও সমুদ্রপথকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। ইন্দোনেশিয়া ছিল তাদের সবচেয়ে বড় উপনিবেশ।

সৌদি গেজেটে প্রকাশিত লেখক কাইস বাজাইফারের এক নিবন্ধ থেকে জানা যায়, সেই সময় ডাচ সরকার একটা আশঙ্কায় ভুগছিল। তাদের উদ্বেগের বিষয় ছিল ইন্দোনেশিয়া থেকে মক্কায় আসা হজযাত্রীরা।

তারা মক্কার আলেমদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিরোধ করতে উৎসাহ দিতে পারেন- এই আশঙ্কায় ভুগছিল ডাচ সরকার।

ডাচ তরুণ ক্রিশ্চিয়ান সনুক হারখ্রোনয়ের মিশন ছিল সেই হজযাত্রী ও আলেমদের উপর কড়া নজর রাখা এবং ডাচ শক্তিকে বিপন্ন করতে পারে, এমন যে কোনো কার্যকলাপ সম্পর্কে তার দেশের সরকারকে জানানো।

আর পাঁচজন সাধারণ তরুণের চেয়ে একটু আলাদা ছিলেন তিনি। তার জন্ম নেদারল্যান্ডসে, ১৮৫৭ সালে।

লাইডেন ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজি বা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৮৮০ সালে "মক্কা উদযাপন" শীর্ষক থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। পরের বছর "কলোনিয়াল সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট"-এ শিক্ষকতা শুরু করেন মি. হারখ্রোনয়ে।

কানাডার "সেন্টার ফর ইসলাম অ্যান্ড সায়েন্স"-এর পণ্ডিত মুজাফফর ইকবালের মতে, ডক্টরেট করার সময় তার থিসিসে হজ এবং এর আচার-অনুষ্ঠান বর্ণনা করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান সনুক হারখ্রোনয়ে।

কিন্তু বিশেষ অভিযানে মক্কায় যাওয়ার আগে একটা সমস্যায় পড়েন তিনি। কারণ এর জন্য তাকে মুসলমান ধর্মাবলম্বী হতে হবে।

মুজফর ইকবাল তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, মি. হারখ্রোনয়ের জন্য মুসলমান হওয়ার বিষয়টা কঠিন ছিল না। তবে তিনি এই বিষয়টা এমনভাবে সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি তুর্কি কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করতে পারেন।

সেই সময়ে আরবের হেজাজ (যার মধ্যে মক্কা ও মদিনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল) অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল।

ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাদান আবু বকর দেজাজি দিনরত নামে ইন্দোনেশিয়ার এক ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি (মি. হারখ্রোনয়ে)। পাঁচ বছর ধরে জেদ্দায় বসবাস করেছিলেন মি. দেজাজি এবং ডাচ সরকারের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করতেন।'

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর মি. হারখ্রোনয়ে নিজের নাম পরিবর্তন করে ফেলেন। তার নতুন নাম হয়, আব্দুল গফর।

তার অভিযান বাস্তবায়িত করতে সৌদি আরবে জেদ্দার বিচারক ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের গভর্নর ওসমান পাশার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান ও ফটোগ্রাফিতে দক্ষতা ওসমান পাশাকে মুগ্ধ করে।

এইভাবে প্রাথমিকস্তরের চেষ্টা সফল হওয়ার পর শেষপরর্যন্ত ১৮৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি মক্কায় প্রবেশ করেন তিনি।

সেই সময় মক্কায় প্রবেশের বিষয়ে হেজাজের উসমানীয় খিলাফত বেশ কড়া নিয়ম কানুন জারি করেছিল। অনুমতি পাওয়ার বিষয়টা তেমন সহজ ছিল না।

কিন্তু জেদ্দার স্থানীয় আলেম ও কর্মকর্তারা মি. হারখ্রোনয়েকে বিশ্বাস করতেন. তাই মক্কায় প্রবেশ করতে অসুবিধা হয়নি তার।

মুজফর ইকবাল লিখেছেন, 'মক্কায় সাত মাস ছিলেন হারখ্রোনয়ে। এই সময়ে, মুসলিম পণ্ডিত, মুফতি এবং শেখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি, জাভানিজ (ইন্দোনেশিয়ার জাভায় বসবাসকারী জাতিগত গোষ্ঠী)-দের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং দৈনন্দিন জীবনের উপর ভিত্তি করে তার নিজের পর্যবেক্ষণ নথিভুক্ত করেন।'

এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বই লেখেন তিনি। তার লেখা বই- "মক্কা ইন দ্য ল্যাটার পার্ট অফ নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি"-র দু'টো খণ্ডে প্রকাশ পায়।

সেখানে শুধুমাত্র তার পর্যবেক্ষণের বিষয়ের উল্লেখই নেই, রয়েছে আরও অনেক বিষয়। তার ওই বইগুলো বিরল ফটোগ্রাফ এবং বিরল তথ্যের একটা ঐতিহাসিক ভান্ডার বলে মনে করা হয়। পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে থাকা মক্কার প্রতিফলন মেলে তার এই বইয়ে।

কায়েস বাজাফর লিখেছেন, 'মক্কার ইতিহাস সংরক্ষণে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হারখ্রোনয়ে।'

'তবে তিনি মন থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, না কি শুধুমাত্র সুবিধার জন্য ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, সেই বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে।'

'তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মদ্যপান করেননি এবং মৃত্যুর পর তাকে নেদারল্যান্ডসে ইসলাম রীতি মেনে দাফন করা হয়, যা প্রমাণ করে যে তিনি ইসলামের পথ অনুসরণ করতেন।' 'মক্কায় যাওয়ার পথে তার কাছে একটা বড় ক্যামেরা ছিল। এই ক্যামেরা দিয়ে তিনি কাবা শরিফসহ বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অংশের ছবি তুলেছিলেন। তবে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বাইরের অংশের ছবি তুলতে পারেননি।'

তিনি স্থানীয় মাক্কি বাসিন্দা সইদ আবদুল গফর আল-বাগদাদির সাহায্য নিয়েছিলেন। কয়েকজন ইতিহাসবিদদের মতে ওই ব্যক্তি একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ ছিলেন।

কিছু ছবি তুলেছিলেন হারখ্রোনয়ের নিজে আর কিছু ছবি পরবর্তীকালে তাকে তুলে পাঠিয়েছিলেন সইদ আবদুল গফর আল-বাগদাদি। তাই বিশেষজ্ঞদের পক্ষে এখন এটা নির্ধারণ করা কঠিন, যে কোন ছবি কার তোলা।

সাংবাদিক রস ইবেস্টন লিখেছেন, 'মক্কায় হারখ্রোনয়ের তোলা প্রথম ছবি ২০১৯ সালে সোথবির নিলাম ঘরে দুই লক্ষ বারো হাজার পাউন্ডে বিক্রি হয়েছিল।' তিনিই প্রথম ইউরোপীয় ব্যক্তি যিনি মক্কার ছবি তুলে ছিলেন। প্রসঙ্গত, হজ এবং পবিত্র শহরগুলোর ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন মুহাম্মদ সাদিক নামে একজন মিশরীয় সেনা প্রকৌশলী। তিনি ১৮৬১ সালে আরব সফর করেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ওয়েট প্লেট কোল্ডিন ক্যামেরা। এই ক্যামেরা দিয়ে ফটোগ্রাফি শুরু হয় ১৮৫০-এর দশকে। এখানে নেগেটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হতো কাচের প্লেটগুলোকে।

মি. ইবেস্টন লিখেছেন, 'হারখ্রোনয়ে শুধুমাত্র ছবিই তোলেননি, শব্দও রেকর্ড করেছিলেন মক্কাতে। তার তোলা সেই ছবি, রেকর্ডিং এবং বিভিন্ন বস্তু এখনও লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করে রাখা আছে। এই রেকর্ডিংয়ের মধ্যে কুরআনের একটা সূরা তেলাওয়াতের প্রথম রেকর্ডিংও রয়েছে।' সাংবাদিক ব্যারি নিল্ড তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, মি. হারখ্রোনয়ে 'একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, পণ্ডিত এবং সম্ভাব্য গুপ্তচর ছিলেন ঠিকই তবে একই সঙ্গে ১৮৮৫ সালে তার তোলা বিরল ফটোগ্রাফ এবং রেকর্ডিং প্রমাণ করে তিনি একজন মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্টও ছিলেন।'

এই বিরল ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে রয়েছে তার তোলা মক্কার দুর্লভ ছবি এবং কিছুটা প্রচ্ছন্ন আর কিছুটা রহস্যময় শব্দের রেকর্ডিং। থমাস এডিসনের আবিষ্কৃত ওয়াক্স সিলিন্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে ওই রেকর্ডিংগুলো।

ব্যারি নিল্ড উল্লেখ করেছেন, 'এই ছবিগুলো পুরানো মক্কার একটা ঝলক তুলে ধরে। সেখানে পাহাড় থেকে তোলা ছবিতে কাবা দেখা যায়। সেই সময়ের মক্কা কিন্তু আধুনিক মক্কার চাইতে অনেকটাই আলাদা যেখানে মরুভূমিতে খাটানো হজযাত্রীদের তাঁবুর দেখা মেলে।' দুবাইয়ের "এম্পটি কোয়ার্টার গ্যালারি"-র ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর এলি ডুমিতের মতে, যে ক্যামেরা দিয়ে মি. হারখ্রোনয়ে এই ছবিগুলো তুলেছিলেন, তার ওজন ছিল প্রায় ৪০ কেজি এবং এটা ব্যবহার করতে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োজন পড়ত।

মক্কা থেকে ফিরে আসার আগে, এই ডাচ তরুণ নিরাপদে তার সমস্ত নথি এবং ফটোগ্রাফ লাইডেনে পাঠিয়ে দেন। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এখনো তা সংরক্ষিত করা আছে। মক্কার দুর্লভ সেপিয়া রঙের ছবি এবং কোরআনের রেকর্ডিং সমন্বিত এই দুর্লভ সংগ্রহের অংশ।

ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ আবার জানিয়েছেন, মক্কায় তার স্ত্রীকে ফেলেই চলে যান মি. হারখ্রোনয়ে। সেই সময় গর্ভবস্থায় ছিলেন তার স্ত্রী। শোনা যায় পরে ইন্দোনেশিয়ায় অন্য এক নারীকে বিয়ে করেন মি. হারখ্রোনয়ে। মক্কায় থেকে নেদারল্যান্ডসে ফিরে আসার পর ইন্দোনেশিয়ার উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি আলেমদের বৃত্তি প্রদান, মসজিদের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষাকে একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সহ বেশ কয়েকটা ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য নীতি প্রণয়ন করেন। এর প্রভাব দেখা যায় পুরো ইন্দোনেশিয়া জুড়ে। পশ্চিমা দেশ থেকে মক্কায় যাওয়া প্রথম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন মি. হারখ্রোনয়ে। এক চিঠিতে (১৮৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি) স্বীকার করেছিলেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার "নাটক" করেছিলেন। পিটার জর্ডন ভান কনিংসভেল্ড তার "কনভার্শন অফ ইউরোপিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস টু ইসলাম, দ্য কেস অফ ক্রিশ্চিয়ান সনুক হারখ্রোনয়ে আলিয়াস আবদুল গফর"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, মি. হারখ্রোনয়ের ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়টা ছিল একেবারে অনন্য। তার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাময়িক লাভের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন মি. হারখ্রোনয়ে। পরিবর্তে সেখান থেকে 'রাজনৈতিক ও সামাজিক ফায়দা হাসিল করেন, যা তার বাস্তব জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল।'

'তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টা প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ছিল, বিশেষত মক্কায় থাকার কারণে। কিন্তু জীবনের পরিস্থিতি এই সাময়িক পরিবর্তনকে পরবর্তী সময়ে স্থায়ী করে তোলে যদিও তা ছিল সীমিত পরিসরে।'

মি. কনিংসভেল্ড তার লেখায় এক দ্বৈত জীবনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তার প্রতিবেদন অনুযায়ী মি. হারখ্রোনয়ে, '১৬ বছর ধরে ডাচ সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় মক্কায় তার সংযোগ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তার সম্প্রসারণও ঘটান। তিনি একজন মুসলিম স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সংসার করেছেন।'

'একটা দ্বৈত জীবন যাপন কছিলেন তিনি। একদিকে তার ইউরোপীয় বৃত্ত, যেখানে মধ্যে ডাচ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিদ্বজনেরা ছিলেন। অন্যদিকে, তার আরেক বৃত্তে ছিলেন ইসলামের বিশিষ্টজন, পণ্ডিত এবং শাসক শ্রেণির সদস্যরা।' মাজহার ইকবালের মতে, কারও কারও কাছে মি. হারখ্রোনয়ে একজন গুপ্তচর হিসাবে পরিচিত ছিলেন যিনি সুবিধাবাদী এবং ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেবক। আবার কারও কাছে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং প্রাচ্যবিদ। কারও কাছে আবার এই সমস্ত কিছুর একটা সংমিশ্রণ।

মাজহার ইকবালের কথায়, 'তবে একটা বিষয় নিশ্চিত যে, বিংশ শতাব্দীর আগে মক্কায় বসবাসকারী হাতে গোনা ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।'

'তার চলে যাওয়ার পর এসে হাজির হন লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া (টি ই লরেন্স)। তিনি শরিফ হুসেনকে অটোমান খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদ মক্কা দখল করেন এবং ওই অঞ্চলের নামকরণ করেন সৌদি আরব।' তার সাফল্যের পর, হারখ্রোনয়ে ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ জুড়ে ঔপনিবেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু তার প্রস্তাবগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় তিনি ১৯০৬ সালে নেদারল্যান্ডসে ফিরে আসেন এবং তার অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। তার মৃত্যু হয় ১৯৩৬ সালে।

'একটা দ্বৈত জীবন যাপন কছিলেন তিনি। একদিকে তার ইউরোপীয় বৃত্ত, যেখানে মধ্যে ডাচ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিদ্বজনেরা ছিলেন। অন্যদিকে, তার আরেক বৃত্তে ছিলেন ইসলামের বিশিষ্টজন, পণ্ডিত এবং শাসক শ্রেণির সদস্যরা।' মাজহার ইকবালের মতে, কারও কারও কাছে মি. হারখ্রোনয়ে একজন গুপ্তচর হিসাবে পরিচিত ছিলেন যিনি সুবিধাবাদী এবং ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেবক। আবার কারও কাছে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং প্রাচ্যবিদ। কারও কাছে আবার এই সমস্ত কিছুর একটা সংমিশ্রণ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ১২৪তম প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা।

থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সম্মত ট্রাম্পের যুদ্ধ বন্ধ করো সতর্কবার্তা কার্যকর

ব্যাংকক/নমপেন, ২৭ জুলাই থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া তাদের বিতর্কিত সীমান্তে চলমান সহিংসতা থামাতে অবশেষে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ এবং সংকট সমাধানের জন্য কড়া সতর্কবার্তা দেওয়ার পর উভয় দেশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ৩৪ জন নিহত এবং ১ লাখ ৬৮ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, এর মধ্যে অনেক বেসামরিক নাগরিকও রয়েছেন। তবে, যদিও উভয় দেশ যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য সম্মত হয়েছে, রবিবার পর্যন্ত সংঘাতের কিছু অংশে গোলাবর্ষণ অব্যাহত ছিল এবং নতুন অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছিল।

থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে চলমান সীমান্ত বিরোধ আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গত বৃহস্পতিবার। ওই দিন, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে পাঁচজন থাই সেনা আহত হন। এরপর উভয় দেশ একে অপরকে দায়ী করে পরিস্থিতি আরও উত্তেজিত করে এবং সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন শুরু হয়। এ ঘটনার পর থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার সাথে তাদের সীমান্ত পারাপার বন্ধ করে দেয় এবং উভয় দেশ তাদের রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করে নেয়।

শনিবার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ একটি পোস্টে জানান, তিনি থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার নেতাদের সাথে কথা বলেছেন এবং উত্তেজনা কমানোর জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, "যদি এই সংঘাত চলতে থাকে, তবে আমি উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আর এগোতে রাজি নই।" তিনি জানান, থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাই এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেতের সাথে আলোচনা করে উভয় দেশের মধ্যে শান্তির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া উভয়ই যুদ্ধবিরতি চাচ্ছে এবং আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। ট্রাম্প বলেন, "কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাইল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে আমি কথা বলেছি। থাইল্যান্ডও শান্তি চায়, এবং তারা দ্রুত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে।"

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত রবিবার তার একটি বিবৃতিতে জানান, তার দেশ "অবিলম্বে এবং শর্তহীনভাবে যুদ্ধবিরতি" মানতে প্রস্তুত। তিনি জানান, ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের পর থাইল্যান্ডও হামলা বন্ধ করতে রাজি হয়েছে। হুন মানেতের দাবি, এটি উভয় দেশের সৈন্য ও জনগণের জন্য একটি ইতিবাচক খবর, এবং তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন।

থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য আরও সতর্ক ভাষায় মন্তব্য করে। তাদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, থাইল্যান্ড নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও, তাদের মূল উদ্বেগ হলো কম্বোডিয়ার পক্ষ থেকে শান্তির উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছার প্রশ্ন। থাইল্যান্ডের মতে, আলোচনা শুরু না হওয়া পর্যন্ত সংঘাত থামানো সম্ভব নয়। থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাও জানিয়েছে, তারা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য দ্রুত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে।

যুদ্ধবিরতি আলোচনার প্রেক্ষিতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হলেও, রবিবারেও থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার সীমান্তের কিছু অংশে সংঘর্ষ চলতে থাকে। উভয় পক্ষই একে অপরকে গোলাবর্ষণ এবং সেনা মোতায়েনের জন্য দায়ী করেছে। থাই সেনাবাহিনীর উপ-মুখপাত্র কর্নেল রিচা সুকসোভাননট জানিয়েছেন, কম্বোডিয়ার বাহিনী সুরিন প্রদেশে বেসামরিক এলাকায় ভারী কামান ব্যবহার করেছে। পাল্টা জবাবে, থাই বাহিনী কম্বোডিয়ার রকেট লঞ্চার ধ্বংস করেছে। রিচা আরও বলেন, 'যতক্ষণ না কম্বোডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু করে, ততক্ষণ এই সংঘাত থামানো সম্ভব নয়।'

কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল মালি সোচেটা জানিয়েছেন, থাই বাহিনী কম্বোডিয়ার ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ করেছে, যার ফলে সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি থাই বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় আকারে সৈন্য পাঠানোর অভিযোগ করেন, যা শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে।

থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে সংঘর্ষের কারণে ব্যাপক মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। থাইল্যান্ডে ২০ জন নিহত এবং কম্বোডিয়ায় ১৩ জন নিহত হয়েছে।

নিহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। থাইল্যান্ডে ১ লাখ ৩১ হাজারেরও বেশি মানুষ নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেছে এবং কম্বোডিয়ার তিনটি প্রদেশ থেকে ৩৭ হাজারেরও বেশি মানুষ সরে গেছে। বহু গ্রাম বর্তমানে জনশূন্য, এবং স্কুল ও হাসপাতালগুলো বন্ধ রয়েছে।

সুরিন প্রদেশে, যেখানে ব্যাপক গোলাবর্ষণ হয়েছে, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা পিচায়ুত সুরাসিত জানান, তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার পরিবারকে রক্ষায় ব্যাংকক থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি বলেন, "খবর শুনে আমি কাজে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলাম।"

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দুই দেশকে আঞ্চলিক শান্তির জন্য আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ক্লাস্টার যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন। তারা উভয় দেশের সরকারের কাছে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত নিয়ে বিরোধে জড়িত। ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্ত বেশ কয়েকটি পুরোনো মন্দিরের মালিকানা নিয়ে বিতর্কিত। ১৯৫০ এর দশকে ফরাসি উপনিবেশিক শাসনকালে আঁকা মানচিত্রের কারণে এই বিরোধ সৃষ্টি হয়। অতীতে সীমান্তে সংঘর্ষ হলেও তা ছিল তুলনামূলকভাবে স্বল্পস্থায়ী। তবে, ২০১১ সালের পর থেকে প্রিয়া ভিহের মন্দির এবং তার আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন সংঘর্ষের ফলে এই বিরোধ আবার তীব্র হয়।

বিশ্ব সম্প্রদায় এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সামনে এখনই একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। যদি উভয় দেশ সত্যিই শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে এগিয়ে যায়, তবে পরিস্থিতি থামানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যদি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে সীমান্তে পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে, যার পরিণতি হতে পারে আঞ্চলিক অস্থিরতা।

প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" ১২৪তম পর্বে

মহাকাশ থেকে মাটির পাট ও ঐতিহ্যের রূপান্তরের বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : আজ জাতির উদ্দেশে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১২৪তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় চেতনার উত্থান নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার প্রিয় দেশবাসী, 'মন কি বাত'-এ আবার একবার দেশের সাফল্য, অভিজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাসের কথা বলব।

প্রধানমন্ত্রী শুভাংশু শুক্লার মহাকাশ থেকে সফলভাবে প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করে বলেন, শুভাংশু যখন পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে এলেন, গোটা দেশ গর্বে ভরে উঠল। এই সাফল্য শুধু একজন ব্যক্তির নয়, দেশের বিজ্ঞানসম্মত অগ্রগতিরও প্রতিফলন। তিনি ইন্সপায়ার-মানক প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এই প্রকল্প শিশুদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে উৎসাহিত করছে। চন্দ্রযান-৩-এর পর এর প্রতি আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়েছে। বর্তমানে স্পেস স্টার্টআপের সংখ্যা ২০০-র বেশি। আগামী ২৩শে আগস্ট ন্যাশনাল স্পেস ডে'' উপলক্ষে নতুন ভাবনার আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সাফল্যের কথা বলেন, আন্তর্জাতিক রসায়ন অলিম্পিয়াড ও গণিত অলিম্পিয়াড-এ আমাদের ছাত্রদের পদকজয়ী সাফল্য ভারতের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ইউনেস্কো সদ্যই ১২টি মারাঠা দুর্গকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের মর্য্যাদা দিয়েছে, যার মধ্যে ১১টি মহারাষ্ট্রে এবং একটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। এই দুর্গগুলি শুধু স্থাপত্য নয়, সাহস, কৌশল এবং আত্মসম্মানের প্রতীক, বলেন তিনি। তিনি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরে বলেন, প্রতিটি দুর্গের গায়ে লেগে আছে ইতিহাসের সাক্ষর। একইসঙ্গে রাজস্থান, কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশের ঐতিহাসিক দুর্গগুলির কথাও তুলে ধরেন তিনি।

অগাস্ট মাসকে 'বিপ্লবের মাস' বলে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১লা অগাস্ট লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ দিবস, ৮ই অগাস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা, আর ১৫ই অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসএই মাসে আমরা কেবল স্বাধীনতাই নয়, দেশভাগের যন্ত্রণাও স্মরণ করি। তাই ১৪ই অগাস্টকে ''বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস'' হিসাবে পালন করি। তিনি শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদানের কথাও গভীর আবেগে স্মরণ করেন।

৭ই অগাস্ট 'ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে' উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতীক এই দিনটি। এই বছর এটি ১০ বছরে পা দিচ্ছে। তিনি মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও বিহারের হ্যান্ডলুম কারিগরদের উদাহরণ দিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের ভবিষ্যতের দিশা দেখান। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে তিন হাজারেরও বেশি টেক্সটাইল স্টার্ট-আপ রয়েছে, যারা বিশ্বমঞ্চে ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে। ভোকাল ফর লোকাল-ই হল আমাদের শক্তি।

ওড়িশার কেওনঝরের 'রাধা-কৃষ্ণ সংকীর্তন মণ্ডলীর' পরিবেশ বিষয়ক কীর্তন উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, লোকগীতি আজও সমাজকে পথ দেখাতে সক্ষম।

শেষে প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুরের মণি মারণ জির প্রচেষ্টার কথা বলেন, যিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ শেখানোর মাধ্যমে একটি ঐতিহ্য রক্ষা করছেন। এই প্রচেষ্টা বর্তমান প্রজন্মকে অতীতের সঙ্গে যুক্ত করছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী। 'মন কি বাত'-এর আজকের পর্বে প্রধানমন্ত্রী বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। আগামী জাতীয় দিবস ও উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুলিশের দৃঢ় অঙ্গীকার: ডিজিপি

ইম্ফল, ২৭ জুলাই: মণিপুর পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) রাজীব সিং রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পুলিশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি রাজ্যপালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, ১,০০০-র বেশি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক স্বেচ্ছায় জমা পড়ার ঘটনা, তিনি 'পুনর্মিলনের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ডিজিপি সিং বলেন, মণিপুর পুলিশ শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবন রক্ষা এবং আইনের শাসন রক্ষায় তাদের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখবে। তিনি আরও জানান, এই ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে শক্তিশালী আইন প্রয়োগ এবং দায়িত্বশীল সংলাপের মাধ্যমে। রাজ্য যুবসমাজকে হিংসা পরিত্যাগ করে রাজ্য ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

পুলিশ প্রধান জানান, পাহাড় ও উপত্যকা উভয় অঞ্চলে হাজার হাজার লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালানো হচ্ছে।

রাজীব সিং বলেন, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মণিপুর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া, স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিয়মিত টহলদারি, মায়ানমার সীমান্তে নজরদারি এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। ডিজিপি জানান, এই টাস্ক ফোর্সগুলো প্রতিটি জেলায় কর্মরত, যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পুলিশের এই ভূমিকা প্রশাসনিক স্তরে আশাবাদ এবং শান্তির সম্ভাবনা তৈরি করছে, যা রাজ্যের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও আশার আলো জ্বালাচ্ছে।

বিমানে আগুন, ডেনভার বিমানবন্দরে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের জরুরি অবতরণ

ডেনভার, ২৭ জুলাই : রবিবার ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৮ বিমান উড্ডয়নের ঠিক আগে অগ্নিকাণ্ডের শিকার হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বিমানটির ল্যান্ডিং গিয়ারে ত্রুটির কারণে আগুন লেগে যায়, যার ফলে ফ্লাইট ৬৬৩০২৩-এর ১৭৩ জন যাত্রীকে জরুরি ভিত্তিতে বিমান থেকে সরিয়ে নিতে হয়। ঘটনায় একজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আমেরিকান এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগামী এই বিমানটি উড্ডয়নের সময় টায়ারে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে বিমানটি ডেনভার বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার সময় ল্যান্ডিং গিয়ারে সম্ভাব্য সমস্যার কথা জানায়। এরপর যাত্রীদের রানওয়েতেই সরিয়ে নেওয়া হয় এবং বাসে করে টার্মিনালে নিয়ে আসা হয়।

ডেনভার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে ঘটনাটি যখন বিমানটি রানওয়েতে ছিল তখনই এই ঘটনা ঘটে। বিমানবন্দরের ফার্স রেসপন্ডার এবং ডেনভার ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে সতর্ক করা হয়েছিল। আমেরিকান এয়ারলাইন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিমানটির ল্যান্ডিং গিয়ারের টায়ারে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তারা আরও জানায়, 'সকল যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে নেমে এসেছেন এবং বিমানটিকে পরিদর্শনের জন্য পরিষেবা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।' এদিকে, এই ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন যাত্রী তার শিশুকে এক হাতে এবং অন্য হাতে লাগেজ নিয়ে বিমান থেকে জরুরি স্লাইড দিয়ে নামছেন।

কংগ্রেসের আক্রমণ, মোদী সরকারের নিরাপত্তা পদক্ষেপে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন, বিশেষ করে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্কিত তিক্ত বিতর্কগুলো নিয়ে। তিনি পুলওয়ামা হামলা এবং অপারেশন সিন্দুরের প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন এবং ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কর্তৃক গঠিত কার্গিল পর্যালোচনা কমিটির সঙ্গে বর্তমান সরকারের ব্যবস্থাগুলোর তুলনা করেছেন।

রমেশ এক্স টুইট বার্তায় উল্লেখ করেন, '১৯৯৯ সালের ৩০শে জুলাই, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মাত্র তিন দিন পর, বাজপেয়ী সরকার একটি চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন কৌশলগত বিশ্লেষক কে. সুব্রামানিয়াম। সেই কমিটি ১৯৯৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'ফ্রম সারপ্রাইজ টু রেকোনিং' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়, যা পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে ২০০০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ করা হয় এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়।'

রমেশ তার মন্তব্যে কার্গিল পর্যালোচনা কমিটির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'এই ঘটনাটি ঘটেছিল একটি ভিন্ন প্রধানমন্ত্রী, ভিন্ন শাসক দল এবং ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে।' তিনি আরও বলেন, 'তবে বর্তমান সরকার যে কোনো ধরনের পর্যালোচনা বা আলোচনার পথ গ্রহণ করতে রাজি নয়, সেটি স্পষ্ট।'

কংগ্রেস নেতা বর্তমান সরকারের নিরাপত্তা পদক্ষেপে গঠনমূলক বিতর্কের অভাব এবং পদক্ষেপের বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ২০২২ সালের ২২শে এপ্রিলের পুলওয়ামা হামলার পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী সরাসরি আলোচনায় অংশ নেননি। তার পরিবর্তে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সর্বদলীয় সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। এটি, তার মতে, সরকারের নিরাপত্তা নীতির ওপর প্রশ্ন তুলেছে।

'অপারেশন সিন্দুরের ১৬ ঘণ্টার সংসদীয় বিতর্কের আগেও, সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি,' বলেন রমেশ। তিনি অভিযোগ করেন যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য উচ্চ পর্যায়ের সরকারের নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

রমেশ পেহলগাম হামলার প্রসঙ্গও তোলেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন যে হামলাকারীরা এখনও ধরা পড়েনি। 'এটা সত্যিই উদ্বেগজনক যে, পুলওয়ামা, গাঙ্গাগির ও গুলমার্গের মতো জঙ্গি হামলাগুলির সঙ্গে পেহলগাম হামলার যোগসূত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি কেন এই বিষয়টির ওপর নজর দিচ্ছে না?' তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

তিনি আরো দাবি করেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী কোনো প্রকার নেতৃত্ব প্রদানে আগ্রহী নন এবং শুধুমাত্র সামরিক কর্মকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। '২০১৯ সালের পর থেকে এমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' রমেশ বলেন।

রমেশ তার বক্তব্যে সামরিক কর্মকর্তাদের বক্তব্যও তুলে ধরেছেন, যেখানে সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন শিব কুমারের কৌশলগত ত্রুটির স্বীকারোক্তি এবং অপারেশন সিন্দুরের সময় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিংয়ের চীনা জড়িত থাকার তথ্য এবং জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার নিরাপত্তা ব্যর্থতার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফাঁস হয়েছে।

রমেশ এই বিতর্কের শেষ অংশে গণমাধ্যমের বর্ণনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা অপারেশন সিন্দুরের সময় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, 'এই বর্ণনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে ভুগছিল এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এর কোনো বড় প্রভাব ছিল না।' তিনি আরও বলেন যে, অপারেশন সিন্দুরের ফলে যে আন্তর্জাতিক সমর্থন আশা করা হয়েছিল, তা খুবই সীমিত ছিল এবং কিছু আন্তর্জাতিক শক্তি এটি খুব সহজভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।

রমেশ তার মন্তব্যের শেষ অংশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে মধ্যস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। 'ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বারবার হস্তক্ষেপের চেষ্টা আমাদের জাতীয় সুরক্ষা কৌশলকে দুর্বল করে দিয়েছে।' রমেশ বলেন, 'ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতার দাবি, বিশেষ করে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে তার নজিরবিহীন মধ্যাহ্নভোজ, সরকারের জন্য একটি কালো দাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এই মন্তব্যগুলি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকারের নিরাপত্তা পদক্ষেপ এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে চলমান সমালোচনার অংশ হিসেবে এসেছে। রমেশ বলেছেন, 'বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সুরক্ষার জন্য কিভাবে কাজ করছে, সেটা নিয়ে আমাদের অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সরকার বারবার পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা জানি, পাকিস্তান কখনই ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করবে না।'

এদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, কংগ্রেসের এই সমালোচনাগুলি কেবল একদিকে মোদী সরকারের নীতির বিরুদ্ধে নয়, বরং দলের নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

রবিবার আগরতলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ড্রাগস সহ এক ব্যক্তি আটক করে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রাতের ভালো ঘুমের জন্য কার্যকর দশটি টিপস

রাতের ভালো ঘুম নিয়মিত ব্যায়াম ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মতোই জরুরি। রাতের ঘুমটা ভালো না হলে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব শরীরেও পড়ে। কাজে মন না বসা, মাথাব্যথা, মুড সুইং ও ভাবনার সক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি শরীরে মেদ জমা, সহজে ওজন না কমা, ডায়াবেটিসসহ আরও নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই রাতে ভালো ঘুমানোর জন্য এই উপায়গুলো মেনে চলতে পারেন।

দিনের আলো উপভোগ- প্রতিদিন বেশ খানিকটা সময় আমাদের দিনের আলোয় কাটানো উচিত

রাতের ঘুম ভালো করার জন্য প্রথমেই আমাদের দেহের 'সারকাডিয়ান রিদম'---এর ব্যাপারে জানতে হবে। এটি হচ্ছে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি, যা প্রতিদিন ঘুম ও জেগে থাকার শিডিউল ঠিক করে। দেহের এই ছন্দ ঠিক রাখতে পারলে রাতের ঘুম হবে প্রশান্তির। সারকাডিয়ান রিদমের অনেকগুলা প্রভাবক রয়েছে। দিনের আলো তার মধ্যে অন্যতম। প্রতিদিন বেশ খানিকটা সময় আমাদের দিনের আলোয় কাটানো উচিত। এতে যেমন দিনের বেলায় কাজ করার শক্তি পাওয়া যায়, আবার দেহের অভ্যন্তরীণ ছন্দের সঙ্গেও ঘুমের সমন্বয় হয়। দিনের আলো গায়ে না লাগানো গেলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ঘরে বা অফিসে বেশি কৃত্রিম লাইটের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা।

নীল আলোর ব্যবহার কমানো- ঘুমানোর আগে ফোনের নীল আলো ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলে দিনের আলো যেমন আমাদের সতেজ ও প্রাণবন্ত করে, সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত আলো তেমনি আমাদের ঘুমের ক্ষতি করে। সন্ধ্যার পরও অতিরিক্ত আলোয় থাকলে ঘুমের জন্য দরকারি 'মেলাটোনিন' নামক হরমোনের মাত্রা শরীরে কমে যায়। ফলে রাতে সময়মতো ঘুম আসে না।

অনেক সময় দেখা যায়, ঘরের আলো বন্ধ থাকলেও আমরা কোনো না কোনো ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আর এসব ডিভাইসের নীল আলো রাতে ঘুম না আসার কারণ হতে পারে। ডিভাইসের নীল আলো আমাদের মস্তিষ্ককে জানান দেয়, আমরা এখনো দিনের আলোয় আছি। তাই সহজে ঘুমের ভাব আসে না। মস্তিষ্ককে ঘুমের সময় জানান দেওয়ার জন্য ঘুমানোর অন্তত দুই ঘণ্টা আগে এসব ডিভাইস ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

ক্যাফেইন গ্রহণ- গবেষণায় দেখা যায়, সন্ধ্যায় চা—কফি পানের কারণে রাতে পুরো ঘুমের প্রায় ৪৫ মিনিট (৭ শতাংশ) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্যাফেইন সাধারণত আমাদের কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে ও শরীরে ফুরফুরে ভাব আনতে সাহায্য করে। তাই রাতে ঘুমের সমস্যা হলে বিকেল বা সন্ধ্যার পর চা—কফি পান না করাই ভালো। তবে অভ্যাসের কারণে যদি বিকেলের পর চা—কফি পানে ইচ্ছা করে, সে ক্ষেত্রে ডি—ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় পান করতে পারেন।

দিনের বেলায় ঘুম- রাতে টানা ঘুমানোর জন্য দিনের ঘুম বাদ দিতে হবেদিনের বেলা কাজের অবসরে ছোট একটা ভাতঘুম অনেকের প্রিয়। তবে রাতের ঘুমের অভাব পুষিয়ে নেওয়ার জন্য দিনের বেলা লম্বা সময় ঘুমানো ঠিক নয়। কেননা, এটা ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। তা ছাড়া দেহ তার অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতিতেও তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে। সাধারণত যাঁরা অনেক বেশি কায়িক পরিশ্রম করেন, তাঁরা দিনে অল্প সময় ঘুমিয়েও রাতে ভালো ঘুমাতে পারেন। তবে আজকালকার ডেস্কটপ অফিসের বেলায় এমন রীতি খাটে না। তাই দিনে ঘুমানোর অভ্যাস বাদ দিতে হবে।

জনের পছন্দ একেক রকমও হতে পারে। যেমন তরুণ বয়সীরা লিনেন—জাতীয় ফেব্রিকে ভালো ঘুমাতে পারেন। অন্যদিকে বেশির ভাগ বয়স্কদের ভালো ঘুমের জন্য পছন্দ মোটা সুতি---জাতীয় ফেব্রিক। তা ছাড়া সপ্তাহে কমপক্ষে একবার হলেও বিছানার চাদর পরিষ্কার করা উচিত। আর কয়েক বছর পেরিয়ে গেলে তোশক বা ম্যাট্রেসের বেডিং পরিবর্তন আবশ্যক।

শোবার ঘরের পরিবেশ- শোবার ঘর নরম আলো রাখাই ভালো

শুধু আরামদায়ক বিছানা হলেই যে রাতে ভালো ঘুম আসবে, তা নয়। শোবার ঘরে ঘুমের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা খুব দরকার। শোবার ঘরের তাপমাত্রা কেমন, বায়ু চলাচল, অতিরিক্ত শব্দ আসে কি না, ঘরের বাতাসে অক্সিজেন বা কার্বন ডাই---অক্সাইডের লেভেলএ সবকিছুই ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলে। ঘুমের উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য সন্ধ্যার পরপর ঘরের অতিরিক্ত আলো, শব্দ বা ডিভাইসের ব্যবহার কমাতে হবে। যদি সম্ভব হয়, শোবার ঘরের

নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও ওঠা- ঘুমের রুটিন নিয়মিত বদলানো যাবে না আমাদের শরীরের একটা নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে। এ ছন্দ অনুযায়ী শরীর নিজেকে ঘুমের জন্য তৈরি করে আবার ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। এই লুপ মেনে চলতে পারলে নির্দিষ্ট সময়ে আপনার ঘুম চলে আসবেই। আর সকালে উঠতেও অ্যালার্ম লাগবে না। রাতে যদি ভালো ঘুম না হয়, তবুও কয়েক দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুয়ে পড়ুন এবং নির্দিষ্ট সময়েই সকালে ওঠার চেষ্টা করুন। কয়েক সপ্তাহ পরে খেয়াল করে দেখবেন, শোয়ামাত্রই ঘুম চলে আসছে। আরামদায়ক বিছানা- ভালো ঘুমের জন্য আরামদায়ক বিছানা খুব জরুরি। বিছানার তোশক বা ম্যাট্রেস, বালিশ, কোলবালিশ, চাদর, কমফোর্টার—জাতীয় উপকরণ ভালো মানের ও আরামদায়ক হওয়া দরকার। মানুষভেদে একেক তাপমাত্রা নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী সেট করে নিন। শহরাঞ্চলের বায়ুর অতিরিক্ত দূষণ থেকে বাঁচতে ঘরের বায়ুর গুণগতমান বৃদ্ধিতেও নজর দিন।

খাবারদাবার- রাতের খাবার যতটা সম্ভব দ্রুত খেয়ে নিতে হবে

রাতে দেরি করে খাওয়াদাওয়া ঘুমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ঘুমানোর বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই খাওয়ার কাজ সেরে ফেলতে হবে। অনেকেই সন্ধ্যাবেলা রাতের খাবার সেরে ফেলেন। কিন্তু ঘুমাতে যাওয়ার আগে আবার নাশতা—জাতীয় কিছু না কিছু খান। সেই নাশতা বা রাতের খাবারে যদি অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট থাকে, তবে তা রাতের ভালো ঘুমকে ব্যাহত করে। তা ছাড়া জল বা পানীয় জাতীয় খাবারও ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে থেকে পরিহার করা উচিত। নয়তো অসময়ে ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য ঘুম ভেঙে যাবে।

মানসিক প্রস্তুতি ও শরীরচর্চা- ভালো ঘুমের জন্য ঘরে বসে করতে পারেন শরীরচর্চা ভালো ঘুমের জন্য ঘরে বসে করতে পারেন

শরীরচর্চাছবি: খালেদ সরকার

ভালো ঘুমের জন্য সন্ধ্যা থেকেই একটা মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। শারীরিক ও মানসিকভাবে রিলাক্স হওয়ার উপায়গুলো নিয়মিত চর্চা করার মাধ্যমে রাতের ঘুমটা ভালো হয়। ঘুমের সমস্যা দূর করার জন্য মেডিটেশন, শ্বাসের চর্চা, বই পড়া, মৃদু ছন্দের গান শোনা ইত্যাদি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম শুধু বাহ্যিক শারীরিক গঠনের জন্য নয়; বরং রাতের ভালো ঘুমের জন্যও উপকারী। তবে বেশি রাতে ব্যায়াম করলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। শরীরে তখন কর্মচাঞ্চল্যের সহায়ক হরমোন অ্যাড্রেনালিন ও এপিনেফ্রিন বেশি থাকায় ঘুম আসতে চায় না। তাই ঘুমানোর অন্তত দুই ঘণ্টা আগেই ব্যায়াম সেরে ফেলতে হবে। এরপর শরীরে ক্লান্তিভাব এলে ঘুমও ভালো আসবে। **স্লিপিং ডিজঅর্ডার** - স্লিপিং ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হলে রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে আজকাল অনেক মানুষই স্লিপিং ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। স্লিপ অ্যাপনিয়া, ইনসমনিয়া, প্যারাসমনিয়া, নারকোলেপসি ও রেস্টলেস লেগস সিনড্রোমের মতো সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁদের রাতে ঘুমাতে খুবই অসুবিধা হয়। প্রাথমিকভাবে অনেকেই মেলাটোনিন নামক ঘুমের হরমোনের জন্য সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। এ ছাড়া অনেকের কাছেই ম্যাগনেশিয়াম, জিংক, ওমেগা—৩ ও রেসভেরাট্রল সাপ্লিমেন্ট ঘুমের জন্য কার্যকরী। তবে এসব সাপ্লিমেন্ট হুট করে ঘুম নিয়ে আসার কোনো জাদুকরি উপাদান নয়। এসব হয়তো কিছু কলাকৌশলে সহায়তা করে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার শারীরিক অবস্থা বুঝেই সাপ্লিমেন্ট নেবেন।

প্রক্রিয়াজাত সুপের ক্ষতিকর প্রভাব

টিন কিংবা প্যাকেট-জাত সুপ বাড়াতে পারে স্থূলতা ও রক্তচাপ। শিশু থেকে বৃদ্ধ যেই হোক, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে মৌসুমি সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হলে এক বাটি গরম সুপ কপালে জুটবেই। চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে সবার আগে সুপ খাওয়া যেন সংস্কৃতিরই অংশ। আবার বিভিন্ন ধরনের সুপ খেতে পছন্দ করা মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

রেস্তোরাঁয় খেলে ভিন্ন কথা, তবে ঘরে তিনবেলার রান্নার পর আবার সুপ বানানোর ঝক্কি নিতে মন নাই চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে খুব সহজ উপায় হল কৌটা কিংবা প্যাকেটজাত 'রেডি-মেইড' সুপ।

অনেকে পরিবারে অসুস্থ মানুষের সামনেও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে পরিবশন করা হয় এই সুপ। তবে সমস্যা হলো অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো তালিকায় প্রথম সারিতেই জায়গা করে নেয় এই তৈরি সুপ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপ খাওয়া ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে।

পেট ফোলাভাব: পেট ফুলে থাকা তেমন মারাত্মক কোনো সমস্যা না হলেও তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি অনুভূতি। অতিরিক্ত লবণ আছে এমন খাবার খাওয়ার সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হল পেট ফোলাভাব। আর কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপে প্রচুর লবণ থাকে। সাধারণ মাপের এক বাটি সুপে থাকতে পারে ৬০০ থেকে ৭০০ মি.লি. গ্রাম লবণ। সোডিয়াম খাওয়া থেকে পেট ফোলাভাব হওয়া নির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পানি ধরে রাখার প্রবণতাই এর পেছনে দায়ী। খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকলে পেট ফোলাভাব অনুভূতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে প্রায় ২৭ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

স্থূলতা: 'রেডি-মেইড' সুপে থাকা অতিরিক্ত লবণ এবং ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম ওজন বৃদ্ধিতেও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। বিশেষত শরীরের মধ্যবর্তী অংশ যেখান থেকে মেদ কমানো সব চাইতে কঠিন সেখানেই মেদ জমায় এই সোডিয়াম। আবার গবেষণা বলে সোডিয়াম বেশি খাওয়ার কারণে চিনি মিশ্রিত খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, যা ওজন বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ। তবে শুধু সোডিয়ামই যথেষ্ট শরীরের ওজনকে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

২০১৫ সালে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে একটি গবেষণা করা হয় যাতে অংশ নেয় মোট ১০০০ হাজার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। পর্যবেক্ষণে রাখা হয় চার দিনের খাদ্যাভ্যাস আর তাতে সোডিয়ামের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা মূত্র। দেখা যায়, শুধু অতিরিক্ত লবণ খাওয়াই শরীরের ওজন অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে যাওয়া ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ২৫ শতাংশ।

উচ্চ রক্তচাপ: এখানেও থলের বিড়াল ওই সোডিয়াম। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিদ এবং 'হেল্‌থ উইনস কোচিং অ্যান্ড কনসাল্টিং'য়ের কর্ণধার জেনা মোরার বলেন, ''সাধারণ এক কৌটা সুপে সোডিয়াম থাকে প্রায় ১৪০০ থেকে ১৮০০ মি.লি. গ্রাম। অনেক সুপে আরও বেশি থাকে। যদি আপনি অর্ধেকটাও খান তবুও নুন্যতম ৭০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করছেন।''

আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের নির্দেশনা মতে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের দৈনিক সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণের মাত্রা ১৫০০ মি.লি. গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষের সোডিয়াম প্রয়োজন ২৩০০ মি.লি. গ্রাম। এখন দৈনিক চাহিদার প্রায় অর্ধেকটাই পূরণ হয়ে গেল মাত্র একবাটি সুপ খেয়েই। সারাদিন আরও অনেক ধরনের খাবার আপনি খেয়েছেন, আরও খাওয়া হবে। এভাবে গড় হিসেবে একজন আমেরিকান নাগরিক প্রায় ৩৬০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে ফেলেন। ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে মারাত্মক হারে। আর উচ্চ রক্তচাপ ক্রমে বয়ে আনে হৃদরোগ, স্ট্রোক, বৃক্ক নষ্ট ও দৃষ্টিশক্তি কমার সমস্যা। মোরার আরও বলেন, 'কিছু বিশেষ ধরনের কৌটাজাত সুপের ক্যালরি ও 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। খাদ্যাভ্যাসে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' বেশি হলে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (এলডিএল)'য়ের একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন উপাদান 'এপিওবি'য়ের মাত্রা বাড়ে। এজন্য ক্রিমজাতীয় সুপ যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভালো।

হরমন সমস্যা: অনেক কৌটাজাত সুপে ব্যবহার হয় সোডিয়াম ফসফেট, যার কাজ হল সুপকে দীর্ঘ দিন খাওয়ার যোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা এবং এর স্বাদ বাড়ানো। ফসফেট আমাদের খাদ্যাভ্যাসের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তবে প্রাকৃতিক ফসফেটের বাইরে যেকোনো ফসফেট শরীরে 'এন্ডোক্রাইন সিস্টেম' যা শরীরের হরমোন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর পরিণতি হিসেবে 'টিস্যু' নষ্ট হয় যা ডেকে আনে হৃদরোগ, বৃক্কের ক্ষয়, হাড়ের ভঙ্গুরতা ইত্যাদি। কাজ কমাতে গিয়ে 'রেডি-মেইড' সুপকে বেছে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্যাকেট কিংবা কৌটাজাত সুপ খাওয়া কমাতে হবে, বাদ দিতে পারলে সবচাইতে ভালো। ঘরেই সুপ তৈরি করুন, প্রয়োজনে বেশি করে রান্না করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়। আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত। ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে। শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে। ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।

সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন। ব্ল্যাক হোল সন্ধানী তিন পদার্থবিদের নোবেল জয় এই মহাবিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঘেরা প্রপঞ্চ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিতে চলতি বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গের গবেষণায় ৩ বিজ্ঞানীর নোবেল এমনকি আইনস্টাইনেরও সন্দেহ ছিল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মঙ্গলবার এই পুরস্কারের জন্য যুক্তরাজ্যের স্যার রজার পেনরোজ এবং জার্মানির রাইনার্ড গেনসেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রেয়া গেজের নাম ঘোষণা করে। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হল মহাকাশের এমন এলাকা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রচণ্ড যে সেখান থেকে কোনো কণা, এমনকি আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারে না। বিরাট আকৃতির কোনো নক্ষত্র যখন তার আয়ুষ্কাল শেষে চুপসে যায়, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড মাত্রা পায়, বিপুল পরিমাণ ভর সন্নিবেশিত হয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে, তখনই তা পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। আলো বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোল দেখাও যায় না। চারপাশে যে জায়গা পর্যন্ত ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। এর বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হতে পারে, ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে সময় বুঝি স্থির হয়ে আছে। স্যার রজার পেনরোজস্যার রজার পেনরোজজার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন, যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। তার ওই তত্ত্বেই ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের ধারণা আরো জোর পায়, যদিও আইনস্টাইন নিজেও এক সময় ওই তত্ত্ব 'ভুল' বলে ভাবতে শুরু করেন। তার মনে হয়েছিল, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের মত কিছু থাকা সম্ভব না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৬৫ সালে তার সেই সংশয় দূর করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ রজার পেনরোজ।

গাণিতিকভাবে তিনি দেখিয়ে দেন ব্ল্যাক হোল সত্যিই থাকা সম্ভব। আর কীভাবে তা তৈরি হয়, তাও তিনি গাণিতিক সমাধানে দেখিয়ে দেন আইনস্টাইনের সেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পথ ধরেই।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের পর পেনরোজের ওই গাণিতিক সমাধানকেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। রাইনার্ড গেনসেলরাইনার্ড গেনসেলআন্দ্রেয়া গেজআন্দ্রেয়া গেজজার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের গবেষক রাইনার্ড গেনসেল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আন্দ্রেয়া গেজ ১৯৯০ এর দশকে আলাদা দুই দল জ্যোতির্বিদকে নিয়ে নজর রাখছিলেন আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝামাঝি এলাকার একটি অংশে, যাকে বলা হয় 'স্যাগিটেরিয়াস।

হারবাল শ্যাম্পু ব্যবহারের পর চুল কেন রুক্ষ হয়ে যায়

বাজারে যেসব শ্যাম্পু কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলো তৈরিতে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। অনেকেই আজকাল তাই রাসায়নিকযুক্ত পদার্থের পরিবর্তে হারবাল বা প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি শ্যাম্পুর দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু মাঝেমধ্যেই দেখা যায় এসব হারবাল শ্যাম্পু ব্যবহারের পর চুল হয়ে যাচ্ছে রুক্ষ ও নিষ্প্রাণ। এর কারণ জানালেন রূপবিশারদ ও রন্ধনশিল্পী রাহিমা সুলতানা রিতা, 'বাজারের সব হারবাল শ্যাম্পু এক নয়, কোনো কোনো হারবাল শ্যাম্পুতে থাকা অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট চুলকে রুক্ষ করে তুলছে।' হারবাল শ্যাম্পু ব্যবহারে চুল রুক্ষ হওয়ার কারণগুলো কী কী ১. বাজারে এখন অনেক ধরনের হারবাল শ্যাম্পু পাওয়া যায়। শ্যাম্পুর প্যাকেটে হারবাল লেখা থাকলেও আদতে এমন অনেক শ্যাম্পুতে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক। অনেক সময় হারবাল শ্যাম্পুতে থাকা সোডিয়াম লরিল সালফেট, প্যারাবেন বা সিনথেটিকজাতীয় সুগন্ধি চুলের প্রাকৃতিক তেল শুষে নিয়ে চুলকে রুক্ষ করে তুলছে।

২. অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্যাম্পুর ব্যবহারের ফলে চুলের প্রাকৃতিক আর্দতা হারিয়ে যায়। অনেক হারবাল শ্যাম্পুতে প্রাকৃতিক পরিষ্কারক উপাদান যেমন রিঠা, শিকাকাই ইত্যাদি থাকে। এসব উপাদান চুলের জন্য খুবই উপকারী, তবে কোনো কিছুই অতিরিক্ত ব্যবহার ভালো নয়। শ্যাম্পু হারবাল বলে যে এটি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ৩. হারবাল শ্যাম্পু দুই ধরনের হয়ে থাকে, কন্ডিশনিং ও নন—কন্ডিশনিং। অনেক সময় নন—কন্ডিশনিং শ্যাম্পু ব্যবহারে চুল রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। ৪. এ ছাড়া অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়ায় চুল এমনিতেই রুক্ষ হয়ে পড়ে। সে সময় হারবাল শ্যাম্পু ব্যবহারের পর যদি কন্ডিশনার ব্যবহার না করা হয়, তাহলে চুলের রুক্ষতা বেড়ে যেতে পারে। চুলের রুক্ষতা এড়াতে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন ১. হারবাল শ্যাম্পু কেনার আগে শ্যাম্পুতে ব্যবহৃত উপাদানের তালিকা ভালোভাবে পড়ুন। সালফেট, অ্যালকোহল বা সিনথেটিকযুক্ত সুগন্ধি থাকলে কেনা থেকে বিরত থাকুন।

২. শ্যাম্পুর সঙ্গে মানানসই হারবাল কন্ডিশনার বেছে নিন। চাইলে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন প্রাকৃতিক কন্ডিশনার। ৩. সপ্তাহে অন্তত একবার চুলে নারকেল তেল, অলিভ অয়েল বা আমন্ড অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করুন। ৪. প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও জল রাখুন। যা চুলকে ঝলমলে ও মজবুত করবে। বাড়িতে যেভাবে প্রাকৃতিক কন্ডিশনার তৈরি করবেন বাড়িতে খুব সহজেই প্রাকৃতিক কন্ডিশনার বানিয়ে নেওয়ার উপায় জানালেন রূপবিশারদ রাহিমা সুলতানা রিতা। তিনি বলেন রিঠা, চায়ের লিকার মেশানো পানি, অ্যালোভেরা জেল ইত্যাদি খুব ভালো প্রাকৃতিক কন্ডিশনার। তাই বাজারের রাসায়নিকযুক্ত কন্ডিশনার ব্যবহার করার পরিবর্তে শ্যাম্পু করার পর এসব উপাদানের যেকোনো একটিকে কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

এ ছাড়া দুই টেবিল চামচ তিসিতে দেড় কাপ পানি মিশিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে তিসির জেল তৈরি করতে পারেন। এই জেল শ্যাম্পুর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে চুলের রুক্ষতা থেকে মুক্তি পাবেন।

রবিবার একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরমে রাজেন্দ্র চোল প্রথম-এর সম্মানে স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করলেন

গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম, ২৭ জুলাই: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তামিলনাড়ুর ঐতিহাসিক গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম পরিদর্শন করেন এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট রাজেন্দ্র চোল প্রথম-এর সম্মানে একটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেন। আদি থিরুভাথিরাই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি চোল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং ভারতের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

চোল সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে এক সময় পরিচিত গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম আজ উৎসবের আমেজে সেজে উঠেছিল। রাজেন্দ্র চোল প্রথম-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আদি থিরুভাথিরাই উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি ঘিরে গোটা এলাকা ছিল চূড়ান্ত নিরাপত্তা ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে। ঐতিহাসিক বৃহদীশ্বর মন্দিরটি পতাকা, ফুলের মালা এবং চোল যুগের স্থাপত্য মোটিফ দিয়ে সাজানো হয়েছিল, যা গোটা এলাকাকে এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত করে।

এই সফরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত ছিল রাজা রাজেন্দ্র চোল প্রথম-এর স্মরণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্মারক মুদ্রা প্রকাশ। এই উদ্যোগটি গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আর. কোমাগানের অনুরোধে নেওয়া হয়। মুদ্রাটির মাধ্যমে রাজেন্দ্র চোলের শাসন, সামরিক কৌশল, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক অবদানকে স্মরণ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রাজেন্দ্র চোল ছিলেন এক মহান প্রশাসক, দক্ষ যোদ্ধা ও দূরদর্শী রাজা। তাঁর নির্মিত গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম কেবল একটি রাজধানী নয়, বরং এটি এক জ্ঞানের, সংস্কৃতির ও সামরিক কৃতিত্বের প্রতীক।" তিনি আরও বলেন, "এই স্মারক মুদ্রা আমাদের অতীতের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং আগামী প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী ত্রিচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে একটি হেলিকপ্টারে গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরমের উদ্দেশে রওনা দেন। তিনি অবতরণ করেন ঐতিহাসিক 'চোলগঙ্গম' হ্রদের শুকনো তটে নির্মিত একটি অস্থায়ী হেলিপ্যাডে। উল্লেখ্য, এই হ্রদটি এক হাজার বছরেরও বেশি আগে রাজেন্দ্র চোল প্রথম নির্মাণ করেছিলেন তার রাজধানীতে পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্য।

সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী একটি বর্ণাঢ্য রোডশো-এ অংশ নেন, যা তাঁকে বৃহদীশ্বর মন্দির পর্যন্ত নিয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ, যারা পতাকা নেড়ে, স্লোগান দিয়ে এবং চোল যুগের ঐতিহ্যবাহী সাজে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানায়। স্থানীয় শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী তামিল বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান।

রাজেন্দ্র চোল প্রথম ছিলেন রাজা রাজ চোলের পুত্র এবং চোল সাম্রাজ্যের অন্যতম সফল শাসক। তিনি তাঁর সামরিক শক্তি এবং সমুদ্রগামী অভিযানের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভারত নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর শাসনামলে চোল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারত থেকে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং শ্রীলঙ্কা, মালয়, জাভা, সুমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছায়।

রাজেন্দ্র চোলের নির্মিত গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম ছিল একটি সুপরিকল্পিত নগরী, যার অন্যতম আকর্ষণ বৃহদীশ্বর মন্দির, যা শৈলশিল্প ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। পাশাপাশি, তিনি নির্মাণ করেন বিশাল জলাধার "চোলগঙ্গম", যা ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম বৃহৎ কৃত্রিম জলাধার।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ভ্রমণ নয়, বরং ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, শিল্প, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে উদযাপনের একটি নিদর্শন। গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরমের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই উৎসব সরকারের 'ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ' অভিযানের অংশ।

তিনি বলেন, "তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা চাই ভারতের প্রতিটি কোণ থেকে উঠে আসা এই গৌরবময় ইতিহাসকে নতুন প্রজন্ম জানুক, শিখুক এবং গর্ব অনুভব করুক।"

সরকার গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম এবং তামিলনাড়ুর অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার পরিকল্পনা করছে। ঐতিহাসিক সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক গর্ব বৃদ্ধি করতে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, শিক্ষাক্ষেত্রে চোল ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির বিষয়েও ভাবনা চলছে।

মালদ্বীপে মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কের নতুন সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : মালদ্বীপে ভারতের প্রতি কিছুটা বৈরী মনোভাব দেখা দেওয়ার পরেও, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুর প্রোটোকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তার আগমনে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের একটি বড় উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালে মালদ্বীপে 'ইন্ডিয়া আউট' স্লোগান এবং ভারতবিরোধী রাজনৈতিক বাতাবরণ সত্ত্বেও, এই ঘটনা দিল্লী-মালে সম্পর্কের একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি কেবল একটি শীতল সম্পর্কের মেটামরফোসিসই নয়, বরং ভারতের কূটনৈতিক বিচক্ষণতার প্রমাণ, যা সত্ত্বেও কোনো সংকট বা সংঘর্ষের মুখে মালদ্বীপকে প্রতিনিয়ত সমর্থন দিয়ে গেছে। ভারতের সমর্থন এবং সহায়তা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক, অবকাঠামো এবং সামরিক সহায়তার মাধ্যমে এই সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি দৃশ্যমান চিত্র তৈরি হচ্ছে।

প্রায় দুই বছর আগে, যখন মোহাম্মদ মুইজ্জু মালদ্বীভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির (এমডিপি) ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহকে পরাজিত করে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি হন, তখন ভারতের প্রতি তার মনোভাব ছিল অত্যন্ত সংশয়ের। এই সময়েই 'ইন্ডিয়া আউট' আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রভাব কমানো এবং দেশটি থেকে ভারতীয় সামরিক উপস্থিতি প্রত্যাহার করা। মুইজ্জু, তখনকার সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে একত্রিত হয়েছিলেন, যা নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সংকট তৈরি করেছিল।

সেই সময়ের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ভারতের সঙ্গ সম্পর্ক সুদৃঢ় করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিন্তু, বর্তমান সময়ের ঘটনাগুলির দিকে লক্ষ্য করলে, এই সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং মুইজ্জুর ভূমিকা রীতিমত চমকপ্রদ এবং তা ভারতের কূটনৈতিক দক্ষতার এক নতুন উদাহরণ।

মুইজ্জুর চীনের দিকে ঝোঁকাও দিল্লীর উদ্বেগের অন্যতম কারণ ছিল। ২০২৩ সালে, তিনি মালদ্বীপে চীনা প্রভাব বাড়ানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা ভারতের কৌশলগত স্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে চীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সফর করেন এবং সেখানে চীনের সাথে ২০টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। মালদ্বীপের জন্য, এই সম্পর্কের গভীরতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চীন মালদ্বীপে 'অ-মারাত্মক' অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছিল এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলযা ভারতীয় কৌশলগত অবস্থানকে দুর্বল করার একটি প্রয়াস ছিল।

এছাড়া, চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামরিক উপস্থিতি বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মুইজ্জু সরকারের চীনের প্রতি বাড়তি ঝোঁক সম্পর্কের বিষাক্ততায় আরও এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

তবে, ভারত কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে থেকেও মালদ্বীপকে সমর্থন জুগিয়েছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নকে অব্যাহত রেখেছে। ২০২৩ সালের শেষের দিকে, ভারত মালদ্বীপের ৪০৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ মওকুফের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যা তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে থাকা মালদ্বীপের জন্য একটি বড় সহায়তা ছিল।

এছাড়া, ভারত মালদ্বীপকে তার আর্থিক সংকট মোকাবেলা করতে সাহায্য করেছে। ২০২৪ সালের মে মাসে, ভারত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন ডলারের ট্রেজারি বিল এক বছরের জন্য রোলওভার করে এবং দেশটির জন্য বাজেট সহায়তা বাড়ায়। এরপর, অক্টোবর মাসে ভারত ৪০০ মিলিয়ন ডলারের জরুরি আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং ৩,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ৩৬০ মিলিয়ন ডলার) মুদ্রা বিনিময় চুক্তি করেছিল, যা মালদ্বীপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোধরাতে কার্যকর প্রমাণিত হয়।

একদিকে, ভারতের লাক্ষাদ্বীপের বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রচার মালদ্বীপের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদী লাক্ষাদ্বীপের একটি সৈকত থেকে তার ছবি পোস্ট করেছিলেন, যা মালদ্বীপের পর্যটন খাতের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে হয়েছিল। তবে, এই প্রচারের পরও, ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেলিব্রিটিদের সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট এবং অন্যান্য পর্যটকদের মাধ্যমে মালদ্বীপের জনপ্রিয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মালদ্বীপে ভারত সরকারের অবকাঠামো সহায়তা একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো গ্রেটার মালে কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট, যার আওতায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, মালে শহরের সাথে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দ্বীপভিলিঙ্গিলি, গুলহিফালহু, এবং থিলাফুশিরএর সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে, যা ৬.৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু এবং কজওয়ে নেটওয়ার্ক নির্মাণের মাধ্যমে কার্যকর হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, মালদ্বীপের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে।

এছাড়া, ভারত মালদ্বীপে আবাসন, স্যানিটেশন, পরিচ্ছন্ন শক্তি স্থাপন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুর ভারতবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও, ভারত তার কূটনীতির মাধ্যমে সম্পর্ক পুনর্গঠনে সফল হয়েছে। ভারতের ধারাবাহিক আর্থিক সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্যান্য সাহায্য মালদ্বীপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়ক হয়েছে। মালদ্বীপের চীনের দিকে ঝুঁকানো সত্ত্বেও, ভারত তার শান্ত ও প্রভাবশালী কূটনীতির মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। এখন, দু''দেশের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে, যেখানে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক স্রোত আবারও পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মালদ্বীপ সফরের উষ্ণ অভ্যর্থনা, ভারতীয় সহায়তার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা এবং কৌশলগত সম্পর্কের উন্নয়ন আগামী দিনে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ অখিলেশ যাদবের

লখনউ, ২৭ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. কে. শর্মা বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে জনগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে, কর্মকর্তারা জনগণের সমস্যা শুনে এবং নির্দেশ দেওয়ার পরও দায়িত্বশীল আচরণ করছেন না, যার ফলে জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সম্প্রতি, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জনগণের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী এ. কে. শর্মা একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে জানিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত ফোনে কল রিসিভ করতে অস্বীকার করছেন এবং শুধু টোল-ফ্রি হেল্পলাইন ১৯১২ এর মাধ্যমে জনগণের সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রী তার এক্স অ্যাকাউন্টে একটি নাগরিকের অভিযোগ শেয়ার করে বলেন, "বস্তি শহরের একটি বড় এলাকায় সকাল ১০টা থেকে বিদ্যুৎ নেই এবং ৮টা রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা ফোন ধরেননি। যিনি ফোন ধরলেন, তিনি জনগণের সমস্যার প্রতি যে অবহেলা দেখিয়েছেন, তা অত্যন্ত অমানবিক।"

এছাড়া, মন্ত্রী এ. কে. শর্মা অভিযোগ করেছেন যে, কর্মকর্তারা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া না দিয়ে শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম দিয়ে জনগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছেন। মন্ত্রী প্রকাশ করেছেন একটি অডিও ক্লিপ, যেখানে এক সিনিয়র কর্মকর্তা একজন নাগরিককে বারবার ১৯১২ হেল্পলাইন ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেদের রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। সেই কর্মকর্তার দাবি ছিল, "এই সমস্যার সমাধান শুধু হেল্পলাইনের মাধ্যমে হবে।" যখন নাগরিক পাল্টা প্রশ্ন করেন, তখন ওই কর্মকর্তা অবজ্ঞার সঙ্গে তাকে "বোকার মতো কথা বলছেন" বলে আখ্যা দেন।

এই সমস্ত অভিযোগের পর মন্ত্রী শর্মা বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "যদি কর্মকর্তারা জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল না হন, তাহলে এর ফল বিপজ্জনক হতে পারে।" তিনি আরও জানিয়েছেন, বস্তির এসই শ্রী প্রশান্ত সিংকে "অসন্তোষজনক আচরণের কারণে" তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তাকে জনসেবার প্রতি আরো নিবেদিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী শর্মা তার পোস্টে আরও লিখেছেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা জনগণের অভিযোগ উপেক্ষা করছেন, যা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা হতে পারে।"

এদিকে, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব রাজ্যের বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, সরকার বিদ্যুৎ সমস্যা মোকাবেলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো জবাবদিহিতা নেই। তার মতে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জনগণ চরম দুর্ভোগে পড়ছে এবং ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে।

অখিলেশ যাদব এক্স-এ লিখেছেন, "উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুৎ বিভাগের ট্রান্সফরমার উড়ে যাচ্ছে, মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ নেই, এবং জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জনগণের ক্ষোভ দ্রুত বেড়ে চলেছে।" তিনি বলেন, "সরকারের বিদ্যুৎ খরচের বাড়তি বোঝা জনগণের পকেটে চাপ সৃষ্টি করছে, কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে না।"

যাদব আরও দাবি করেছেন, "যতদিন পর্যন্ত বিজেপি রাজ্যে থাকবে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলতে থাকবে। জনগণ আজ বলছে, 'আমরা বিজেপি চাই না!'" তিনি আরো বলেন, "বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা সমাধান হবে যদি বিজেপি সরকার সরানো যায়।"

তিনি সরকারকে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নয়নে ব্যর্থ, এবং তাদের দুর্নীতির কারণে জনগণ আজ দুর্ভোগে রয়েছে। রাজ্যে বিদ্যুৎ খরচ বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলও বাড়ানো হয়েছে, যা জনগণের জন্য একেবারেই সহনশীল নয়।"

বিদ্যুৎ মন্ত্রী শর্মা, যিনি জনগণের অভিযোগগুলির প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য পরিচিত, বলেন, "আমরা আমাদের কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল থাকতে বলেছি। জনগণের প্রতি তাদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের উচিত জনগণের সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা।" তিনি আরও বলেন, "কেউ যদি এই দায়িত্বে অবহেলা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"মন্ত্রী শর্মা বলেন, "আমরা জনগণের সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা যদি তাদের কাজ ঠিকমতো না করেন, তাহলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

এখন দেখা যাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং এর সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। মন্ত্রী শর্মা কর্তৃক কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর সমালোচনাও সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভকে আরও জোরালো করেছে। একদিকে সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বিরোধী দলসমূহ সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে আক্রমণ করছে। জনগণের মধ্যে এটি বড় ধরনের প্রশ্ন উঠেছে যে, সরকার দ্রুত এবং কার্যকরভাবে বিদ্যুৎ সেবা সুনিশ্চিত করতে পারে কি না।

রাজ ঠাকরে ১৩ বছর পর মাতোশ্রীতে উদ্ধব ঠাকরেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন

মুম্বই, ২৭ জুলাই: মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা নেতা রাজ ঠাকরে মঙ্গলবার এক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মাইলফলক হিসেবে মাতোশ্রীতে ফিরে যান, যা ছিল তাঁর প্রয়াত চাচা বাল ঠাকরের বাসভবন। ১৩ বছর পর এই প্রথম রাজ ঠাকরে মাতোশ্রীতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই, শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

রাজ ঠাকরে তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "আমার বড় ভাই, শিব সেনা প্রধান শ্রী উদ্ধব ঠাকরের জন্মদিন উপলক্ষে মাতোশ্রী, প্রয়াত শ্রী বালাসাহেব ঠাকরের বাসভবনে গিয়ে আমার শুভেচ্ছা জানালাম।"

এদিন রাজ ঠাকরে উধব ঠাকরেকে গোলাপ ফুল উপহার দেন এবং তাদের এই মিলনমেলা ২০০৬ সালে শিব সেনা ত্যাগ করার পর প্রথমবারের মতো ঘটল। সেই সময় রাজ ও উধব ঠাকরের রাজনৈতিক পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দুই পরিবার প্রায় দুই দশক ধরে একে অপরের বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

রাজ ঠাকরেকে এই সফরে সঙ্গে ছিলেন এমএনএস-এর শীর্ষস্থানীয় নেতারা, বালা নন্দগাঁওকার এবং নিতিন সারদেসাই।

মাতোশ্রীতে এই সাক্ষাৎ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে দুই ভাইয়ের মধ্যে এক চিত্র ধারণের দৃশ্য দেখে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ওঠে। অনেকেই মনে করছেন, এটাই কি পুনর্মিলনের প্রথম পদক্ষেপ?

এ মাসের শুরুর দিকে, রাজ ও উদ্ধব ঠাকরে একযোগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের তিন-ভাষা নীতি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দুই নেতার দাবি ছিল যে, মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি এবং স্বার্থ সবসময় তাঁদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের চেয়ে বড়। এসময় উদ্ধব ঠাকরে ঘোষণা করেছিলেন, আগামী পৌরসভা নির্বাচনে দুই পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক জোট হতে পারে।

রাজ ঠাকরে বর্তমানে সাফ জানিয়েছিলেন যে, তিনি শিগগিরই নিজের দল এমএনএস-এর অবস্থান পরিষ্কার করবেন এবং পৌরসভা নির্বাচনের পরই জোট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে, উদ্ধব ঠাকরে আগে থেকেই এই সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশেষ করে, মুম্বইয়ের পৌরসভা নির্বাচন এবং অন্যান্য পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচনে দুই দলের মধ্যে জোটের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে।

মুম্বইয়ের পৌরসভা, যা শিব সেনার ঐতিহ্যগত গড়, এবং অন্যান্য পৌর নির্বাচনের তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে, এবং এসব নির্বাচনে রাজ ঠাকরে এবং উদ্ধব ঠাকরের রাজনৈতিক জোটের বিষয়ে আরও আলোচনার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

রাজ ঠাকরে এবং উদ্ধব ঠাকরের এই রাজনৈতিক বৈঠক এবং পরবর্তীতে সম্ভাব্য জোটের ঘোষণা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে, এমনটি মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বাইক-গাড়ি ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। শরিকদলের এহেন ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা বিপিন দেববর্মা।

হলিক্রস স্কুলের ছাত্রের রহস্য মৃত্যু, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

এই মর্মান্তিক ঘটনার মূল কারণ।

ঘটনার খবর পেয়ে প্রয়াত ছাত্র বেনসনের মাছমারা স্থিত বাড়িতে ছুটে যান ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দিবা চন্দ রাংকল, ওবিসি কংগ্রেস ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ, ব্লক কংগ্রেস চেয়ারম্যান অসীত দেব, রিন্টু লাল দেব, রুহিদাস সাহাজি সহ স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

ছাত্রের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আশীষ সাহা বলেন, "এটি নিছক একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং হোস্টেল কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার ফল। একজন ছাত্রের প্রাণ চলে গেছে অথচ কর্তৃপক্ষের মনোভাব অত্যন্ত দায়িত্বহীন। দোষীদের শাস্তি এবং পূর্ণ তদন্ত আমরা দাবি জানাচ্ছি।"

আশীষ সাহা আরও বলেন, "ত্রিপুরায় শিক্ষাঙ্গনে একের পর এক অনভিপ্রেত ঘটনা সামনে আসছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির অভাব চরমে পৌঁছেছে। কংগ্রেস এই মৃত্যু রহস্যের সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সরব থাকবে।"

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হরিদ্বারে মনসা দেবী মন্দিরে

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক এক্স (পূর্বে টুইটার) পোস্টে বলা হয়েছে, 'হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছে।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই ঘটনাকে 'গভীর বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি শোকাহত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন এবং পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী ধামি তার এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরগামী পথে পদপিষ্টের অত্যন্ত দুঃখজনক খবর পাওয়া গেছে। উত্তরাখণ্ড এসডিআরএফ, স্থানীয় পুলিশ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে নিযুক্ত রয়েছে। আমি এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি এবং পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমি মা দেবীর কাছে সকল ভক্তের নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।'

উত্তরাখণ্ড সরকার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে।

হরিদ্বার পুলিশ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের প্রতি যেকোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার এবং ভিড় এড়িয়ে চলার আবেদন জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, কোনো জরুরি অবস্থার জন্য উত্তরাখণ্ড পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর: (৯১) ৯৪১১১ ১১২৯৭৩, ৯৫২০৬২৫৯৩৪ - এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

হরিদ্বার দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে এখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে, যা অনেক সময় ভিড় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। এই ঘটনা আবারও ধর্মীয় সমাবেশগুলিতে ভিড় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

এ ধরনের রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

ভিলেজে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠান চলাকালীন তিপ্রা মথার সমর্থকরা বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। শরিকি দলের এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। এছাড়াও ওই ঘটনায় প্রায় ৯ টি বাইক, দুটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনার ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছেন।

অভিমানী ছাত্রীর মৃত্যু শোকের ছায়া

● প্রথম পাতার পর

জানাজানির পর পরিবারের লোকজনেরা তৃষাকে নিয়ে বরপাথরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে সেখানে কর্মরত চিকিৎসক তৃষার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য তৃষাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে একদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল তৃষাকে পুনরায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। কিন্তু আজ সকালে চিকিতকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তৃষা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

শিশুর মৃত্যু ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

দিকসার মৃত্যুর খবর শুনে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন মহকুমার পুলিশ আধিকারিক, জেলা হাসপাতালের এমএস সহ অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তারা। এই বিষয়ে জেলা হাসপাতালের এমএস জে এস রিয়াং-এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, ঘটনার খবর পাওয়ামাত্র তিনি জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন এবং সকলের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিবরণ জানতে পারেন। তিনি আরও জানান, ছোট শিশুটিকে যথাসময়ে চিকিৎসকরা দেখেছেন এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। সকলের উপস্থিতিতে শিশুটির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি ছিল কিনা, তা স্পষ্ট হবে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ বছর: উদয়পুরে পালিত হলো গৌরবময় অধ্যায়

উদয়পুর, ২৫শে জুলাই : ১৯৫৫ সালে শ্রী দত্তোপন্ত ঠেঙ্গড়ী প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মজদুর সংঘ আজ ৭০ বছর পূর্ণ করে ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। দেশের অন্যতম বৃহত্তম এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত শ্রমিক সংগঠন হিসেবে বিএমএস বরাবরই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, কর্মস্থলের সম্মান, আর্থিক সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। আদর্শ ও আত্মনির্ভরশীল কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে এই সংগঠন লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই গৌরবময় ৭০তম বর্ষপূর্তি এবং ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ উদয়পুর মহকুমার বিএমএস-এর অন্তর্গত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস-এর প্রাক্তন জেলা সভাপতি গৌতম দাস, বর্তমান জেলা সভাপতি দিগবিজয় ভাওয়েল, এবং কর্মচারী নেতৃত্ব গৌতম চক্রবর্তী, বিজয় চৌধুরী, সুকুমার সেন, অনুপ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

“আমরা শুধু শ্রমিক নই, আমরা সমাজের শক্তি” — এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আজকের এই বিশেষ কর্মসূচি পালিত হয়, যা শ্রমিক আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে স্কুটি চুরি, জনজাতি রমণী আতঙ্কিত!

শান্তিরবাজার, ২৭ জুলাই : শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসে এক জনজাতি রমণী তাঁর স্কুটি হারালেন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দিনের বেলায়, প্রকাশ্য দিবালোকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, সালথাং মনু চরণ পাই পাড়ার বাসিন্দা নমিতা রিয়াং রবিবার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। ডাক্তার দেখিয়ে তিনি ঔষধপত্র কেনেন। এরপর কেনা ঔষধগুলি পুনরায় ডাক্তারকে দেখানোর জন্য তিনি যাচ্ছিলেন। এই সময় হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে তাঁর টি আর ০৮ জি ৪৫০৯ নম্বরের স্কুটিটি চোরের দল চুরি করে নিয়ে যায়।

স্কুটি চুরির বিষয়টি জানতে পেরেই নমিতা রিয়াং শান্তিরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দিনের বেলায় সবার সামনে হাসপাতাল চত্বর থেকে এমন একটি চুরির ঘটনা ঘটায় সকলেই স্তম্ভিত। জেলা হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জনগণের স্বচ্ছ পানীয় জলের দাবি পূর্ণ হল বিশালগড় লক্ষীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই: বিশালগড় লক্ষীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল স্বচ্ছ পানীয় জলের। অবশেষে তার পূর্নতা পেতে চললো লক্ষীবিল এলাকাবাসীর। কিছুদিন আগে বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং মন্ডল সভাপতি তপন দাস লক্ষীবিল এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দেবে। আর ইতিমধ্যেই ডিডব্লিওএস এর উদ্যোগে প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

এতে গ্রামবাসীরা খুবই খুশি এবং তারা সাংবাদিকদের জানায় যে উনারা সত্যিই গর্বিত। সুশান্ত দেবের মতন একজন ব্যক্তিকে বিধায়ক হিসেবে এবং তপন দাসকে মন্ডল সভাপতি হিসেবে পেয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকেও এলাকাবাসীরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বামপন্থী সংগঠন, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির দ্বাদশ তম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৭ জুলাই:বামপন্থী সংগঠন, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির দ্বাদশ তম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার সোনামুড়ার কুলুবাড়িতে। প্রতিনিধি ছিলেন সর্বসাকুল্য ১৪৮ জন।

ত্রি বার্ষিকী সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর ১৬ জন প্রতিনিধি সংগঠনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি তুলে আলোচনা করেন। এবং একাধিক প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। সর্বশেষ সম্মেলন থেকে অনুমোদনক্রমে ৪৪ জনের নতুন সাংগঠনিক বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি দায়িত্ব রয়েছেন শোভামিয়া এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পুনরায় পেয়েছেন দীনেশ দাস।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, কুলু বাড়ি পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হল। প্রথম পর্বে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মৃতিতে মাল্যদান ইত্যাদি পর্ব শেষে শুরু হয় সম্মেলনের কাজ। সম্মেলনের উদ্বোধনী আলোচনা করেন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী।

তিনি শুরুতে দেশের এবং রাজ্যের চলমান পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, নেই আইনের শাসন। সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি ও তোলাবাজি এগুলি চলছে ক্রমান্বয়ে শ্রীবৃদ্ধি। উন্নয়ন দূরের কথা! তার পাশাপাশি চলছে ধর্মীয় উন্মাদনা। এই অবস্থায় কৃষি শ্রমিক দ্বারা তাদের খবর কে রাখে!

অপরদিকে, দেশের এবং রাজ্যের সরকার কর্পোরেট শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে শোষণ এবং বঞ্চনার যাতা কলে শ্রমজীবী মানুষ , কৃষিজীবী মানুষ একেবারে অসহায়। উদ্বোধক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে পরামর্শমূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন , এই মুহূর্তে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মহকুমা কমিটির দায়িত্বে থাকা প্রত্যেকটি কর্মী সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে।

'ফেইথ ইন একশান পি মারটিয়াল আর্স একাডেমি' বিশালগড় এর কৃতি পদক প্রাপকদের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাতে মিলিত বিধায়ক সুশান্ত দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই: নাগাল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া সপ্তম উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় 'প্যানচ্যাক সিলেট' প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা।

রবিবার সকালে 'ফেইথ ইন একশান পি মারটিয়াল আর্স একাডেমি' বিশালগড় এর কৃতি পদক প্রাপকরা সকালবেলা বিশালগড়ে তরুণ বিধায়ক তথা রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতির বাসভবনে সাক্ষাৎ করে প্যানচ্যাক সাফল্য অর্জনকারী ছাত্র - ছাত্রীরা।সকলকে অনবদ্য সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান বিধায়ক সুশান্ত দেব।

যোরহাটে খিলঞ্জীয়া ব্যবসায়ীর উপর হামলা, উত্তেজনা সৃষ্টি

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই: অসমের যোরহাট শহরের একটি ব্যস্ত হাটে রবিবার খিলঞ্জীয়া (স্থানীয় আদিবাসী) এক ব্যবসায়ীর উপর মিয়া সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তি হামলা চালানোর অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জাতিগত সম্প্রীতির পটভূমিতে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পণ্যের দামের বিষয়ে কথাকাটাকাটি চলাকালীন পরিস্থিতি হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছায়, এবং ওই সংঘর্ষের মাঝে এক খিলঞ্জীয়া ব্যবসায়ীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এ ছাড়া, এক স্থানীয় সবজিওয়ালা গুরুতরভাবে আহত হন।

ঘটনার পরপরই যোরহাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকে আটক করে। বর্তমানে, পুলিশ ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, ঘটনার কিছুক্ষণ পর বুবু আনসারি নামে এক ব্যক্তি মিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেন, যা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এলাকায় শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ টহল এবং নজরদারি জোরদার করেছে। স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন, এই ধরনের ঘটনার কারণে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে, প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং তৎপরতার কারণে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গোয়ায় লাল সতর্কতা; একাধিক রাজ্যে বন্যা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নয়াদিল্লি, ২৬শে জুলাই : ভারতজুড়ে প্রবল বর্ষণ জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে। একইসাথে, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের ১৩টি রাজ্যে লাগাতার বৃষ্টিপাতের কারণে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ এবং অন্যান্য আবহাওয়া ব্যবস্থার প্রভাবে এই বৃষ্টিপাত আগামী কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে গতকাল থেকে শুরু হওয়া অবিরাম বৃষ্টিতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। সিঙ্গারৌলিতে রেকর্ড ৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। অশোকনগরের চান্দেরি অঞ্চলে ভারী বর্ষণের ফলে রাজঘাট বাঁধের ১২টি গেট খুলে দিতে হয়েছে, যার জেরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের সেতু ৮ ফুট জলের নিচে তলিয়ে গেছে। এতে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়াও, বালাঘাট জেলার লঞ্জির বিখ্যাত ভগবান কোটেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ আজ সকাল থেকে ভারী বৃষ্টির কারণে প্লাবিত হয়েছে। মন্দিরের পথে কাশিনালা সেতু সম্পূর্ণরূপে জলের নিচে চলে গেছে।

গোয়ালিয়রের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। শহরের অনেক অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং বিধানসভার স্পিকার নরেন্দ্র সিং তোমরের সরকারি বাংলোতেও জল ঢুকেছে। হাজিরা এলাকায় একটি পুরোনো ভবন ধসে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। আজ ৪১টি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে, এবং ডিইও-এর নির্দেশে সিঙ্গারৌলির স্কুলগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল ৩০টিরও বেশি জেলায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সিধিতে ৯ ঘন্টায় ৪.৮ ইঞ্চি, পাচমার্হিতে ১.৫ ইঞ্চি, উমারিয়া, মালজখন্ড, ছিন্দওয়ারা ও গুনাতে প্রায় ০.৭৫ ইঞ্চি এবং সাগর, গোয়ালিয়র, নর্মদাপুরামে প্রায় ০.৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। ভোপাল, বেতুল, দতিয়া, রায়সেন, শিবপুরী, উজ্জয়িন, দামোহ, জবলপুর, মান্ডলা, নরসিংহপুর, সেওনি, দিনদোরি, সাতনা, অনুপপুর, মৌগঞ্জ, মোরেণা, অশোকনগর, সেহোর, দেওয়াস, রাজগড়, শাজাপুর সহ অন্যান্য স্থানেও বৃষ্টিপাত অব্যাহত ছিল।

জবলপুরের বার্গি বাঁধ এবং বেতুলের সারনিতে অবস্থিত সাতপুরা বাঁধের সাতটি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। মোরেণার পাগারায় পাগার বাঁধ বিপদসীমা অতিক্রম করে ৬৫৫.৮৮ ফুটে পৌঁছানোয় এর স্বয়ংক্রিয় ছয়টি গেট খুলে গেছে। হিমাচল প্রদেশেও বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২২১টি রাস্তা, ৩৬টি বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার এবং ১৫২টি জল সরবরাহ প্রকল্প অচল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষার শুরু থেকে রাজ্যে ২৫টি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ৩০টি ভূমিধস এবং ৪২টি আকস্মিক বন্যা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ৪১৪টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়েছে এবং আরও ৮৭৭টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিশালগড় করইমুড়া মাঠে অনুষ্ঠিত হয় আজি সর্দার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই:নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতার অঙ্গ হিসেবে একের পর এক ক্রীড়া আয়োজন চলছে বিশালগড়ে। রবিবার বিশালগড় করইমুড়া মাঠে অনুষ্ঠিত হয় আজি সর্দার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় মতিনগর প্লে সেন্টার বনাম রঘুনাথপুর।

হাজার হাজার দর্শকের ভীড়ে উত্তেজনা পূর্ণ এই ম্যাচে ৩-১ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় মতিনগর প্লে সেন্টার। ম্যাচের প্রথমার্ধেই তিনটি গোল দিয়ে এগিয়ে যায় মতিনগর। পরে দ্বিতীয় অর্ধে কোনমতে একটি গোল দিয়ে কিছুটা সম্মান বাঁচাতে সক্ষম হয় রঘুনাথপুর। উভয় দলই স্থানীয় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহন করে। বিশেষ করে মতিনগরের অধিকাংশ প্লেয়ারই ছিল মণিপুরের।

খেলা শেষে বিজয়ী এবং রানার্স আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং বিশালগড় ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন দাস। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়, নিউজ ওন টাইমের চিফ এডিটর গৌতম ঘোষ, আইনজীবী জয়দুল হুসেন প্রমুখ। ম্যাচে দর্শকদের উপস্থিত ছিল লক্ষণীয়।

কুমারী টিলায় চুরি যাওয়া সামগ্রী ও মাদকসহ আটক ৩

আগরতলা, ২৭শে জুলাই : কুমারী টিলা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া রড ও সিমেন্ট সামগ্রীসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে এনসিসি থানার পুলিশ। একই সাথে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১১০০ গ্রাম গাঁজা এবং হেরোইনের কৌটাসহ এক কুখ্যাত মাদক কারবারি রঞ্জন রায়কে আটক করা হয়েছে।

এনসিসি থানার ওসি প্রাজিত মালাকার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, কুমারী টিলা এলাকায় চুরি সংক্রান্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। সেই তদন্তের সূত্র ধরে চুরি যাওয়া রড ও সিমেন্ট সামগ্রীসহ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পাশাপাশি, এনসিসি থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযানে রঞ্জন রায় নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা (১১০০ গ্রাম) এবং হেরোইনের কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে। রঞ্জন রায় একজন কুখ্যাত মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত।

ওসি প্রাজিত মালাকার আরও জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

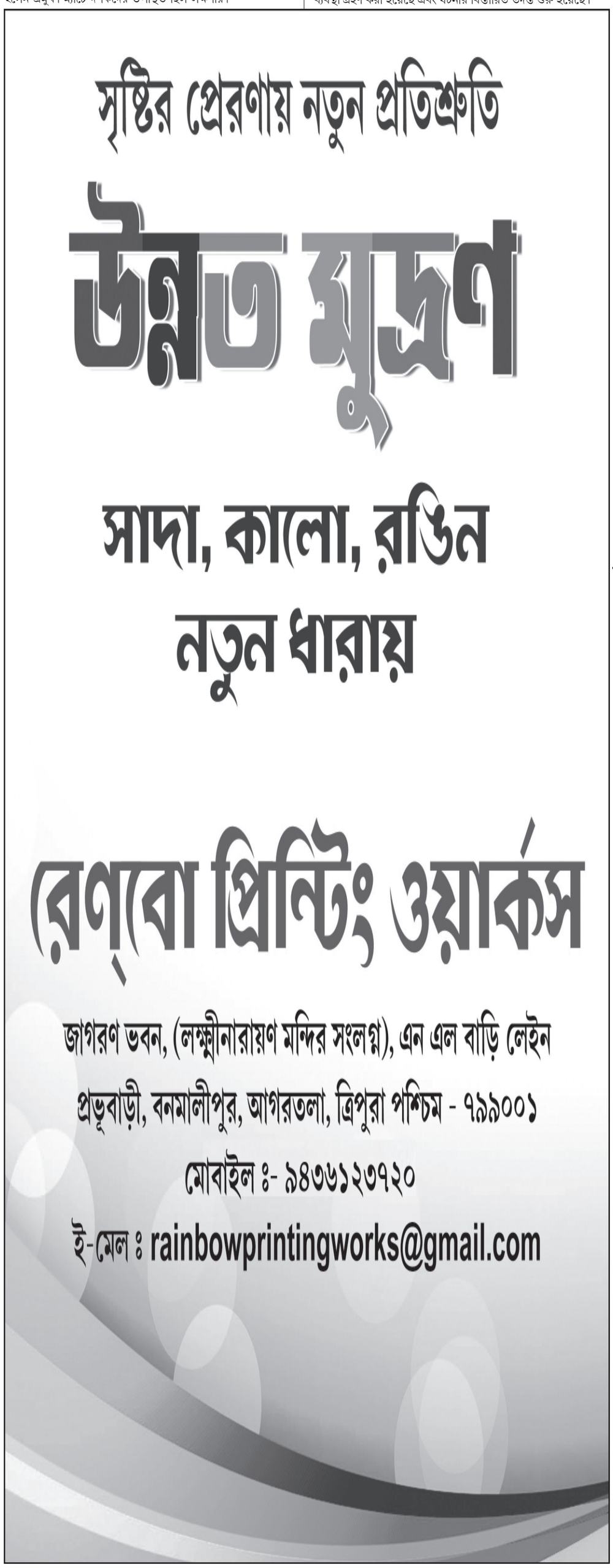

ক্রীড়াঙ্গন

ধর্মনগর কলেজ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজ্যস্তরের ম্যাচে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি ও বিতর্ক

আজ সকাল ৯টা থেকে ধর্মনগর কলেজ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হয় সিনিয়র মেন্স প্লেট বিভাগের রাজ্যস্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। দিনের খেলায় মুখোমুখি হয় ধর্মনগর ও সোনামুড়া দল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া ২৮ ওভারে তোলে ১১৮ রান ৩ উইকেটের বিনিময়ে। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দেবজ্যোতি পাল করেন ৪৭ রান (৮২ বল), বচ্চন দাস করেন ৩০ (৫১ বল), এবং অরিন্দম বর্মণ ১৩ বলে ২২ রান সংগ্রহ করেন। অধিনায়ক উদয়ন বসু অপরাজিত ছিলেন ১০ রানে (২১ বল)। ধর্মনগরের পক্ষে শুভদীপ এস ২টি ও শুভম শিলা ১টি উইকেট দখল করেন।

তবে খেলার মাঝপথেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় বৃষ্টি। ফলে ম্যাচটি ৫০ ওভারের পরিবর্তে ৪২ ওভারে সীমাবদ্ধ করা হয়। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর মাঠ খেলার উপযোগী হলেও, সোনামুড়ার অধিনায়ক উদয়ন বসু ম্যাচ রেফারি রূপক পালের সঙ্গে পরামর্শ করে জানান, তার দল ভেজা মাঠে ফিল্ডিং করতে পারবে না, কারণ খেলোয়াড়দের চোট লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাচ রেফারি এই যুক্তিকে মেনে নিয়ে ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে ধর্মনগর দল ব্যাটিংয়ের সুযোগ না পেয়েই খেলা শেষ হয়ে যায়।প্রসঙ্গত, ধর্মনগর দলের জন্য জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র ১৫ ওভারে ৬১ রান, যা অনেকের মতে সহজেই অর্জনযোগ্য ছিল। দর্শক ও ধর্মনগর দলের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন যে উদয়ন বসু ও ম্যাচ রেফারি মিলে পূর্বপরিকল্পিতভাবে খেলা বাতিল করেছেন যাতে সোনামুড়া হার এড়াতে পারে।

এই সিদ্ধান্তে ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে শুরু হয় চরম উত্তেজনা ও বিতর্ক। দর্শকদের একাংশ প্রশ্ন তোলেনযখন মাঠ খেলার উপযোগী ছিল, তখন কেন খেলা বন্ধ করে দেওয়া হলো? কিন্তু কোনো সদুত্তর না দিয়ে ম্যাচ রেফারি দ্রুত মাঠ ত্যাগ করেন। জানা যায়, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর দুপুর সাড়ে ৩টা নাগাদ ধর্মনগর দলের ব্যাটিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, সোনামুড়া দলের পক্ষ থেকে খেলা চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানানো হয়।

ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ বাবু অভিযোগ করেন, ম্যাচ বাতিলের পেছনে রেফারি ও সোনামুড়া দলের মধ্যে যোগসাজশ ছিল। তিনি আরও বলেন, এই ম্যাচটি পুনরায় আগরতলার আইটিআই মাঠে আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা একেবারেই অযৌক্তিক। ধর্মনগর কলেজ মাঠ রাজ্যের অন্যতম মানসম্পন্ন ক্রিকেট ভেন্যুএই মাঠে না খেলে খেলা স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে ধর্মনগর ডিসিএ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, পুনঃম্যাচ আয়োজন হলে তা ধর্মনগরেই করতে হবে।

একদিকে বৃষ্টি যেমন ম্যাচে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি মাঠের বাইরের বিতর্কিত সিদ্ধান্তও প্রভাব ফেলেছে গোটা প্রতিযোগিতায়। দর্শকদের ক্ষোভ বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি সামাল দিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ মাঠে আসে এবং সময়মতো হস্তক্ষেপ করে বড় ধরনের অশান্তি এড়ানো সম্ভব হয়।

সিনিয়র মহিলা স্টেট মিট ক্রিকেটে কমলপুরকে হারিয়ে লংতড়াইভ্যালি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে লংতরাই ভ্যালি মহিলা ক্রিকেট দল। হারিয়েছে কমলপুর কে ১০ রানের ব্যবধান।

লো স্কোরিং ম্যাচ হলেও লংতরাই ভ্যালি দারুন ভাবে ১০ রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নেয়। শেষ সময়ে কমলপুরের সামনে জয়ের জন্য ১৯ রানের যখন প্রয়োজন তখনও তাদের হাতে তিন ওভার বল বাকি ছিল। তৎসত্ত্বেও কমলপুর জয়ের স্বাদ পেতে পারেনি। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের। উদয়পুরে দিনের অপর খেলাটি ধর্মনগর বনাম তেলিয়া মুড়ার মধ্যে ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনেকটা দেরিতে ম্যাচ শুরু হলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৬ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ১৬ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে লংতড়াইভ্যালি ৬১ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে তনুশ্রী সরকার সর্বাধিক নয় রান পায়। কমলপুরের রিয়া উজ্জল দাস তিনটি এবং বিথী শুক্ল বৈদ্য দশ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কমলপুর ৫ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। কমলপুরের নিবেদিতা দাস সর্বাধিক ১৪ রান এবং রুমা দাস আট রান সংগ্রহ করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। লংতরাইভ্যালির পাপিয়া দাস একটি উইকেট পেয়েছে পাঁচ রানের বিনিময়ে। অলরাউন্ডার পারফরম্যান্সের জন্য পায়েল ত্রিপুরা পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ৪ গোলে হারিয়ে দারুণ শুরু নাইন বুলেটসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নাইন বুলেটসের তারুণ্যের কাছে হার মানতে হলো লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। দুই অর্ধে একে একে চার গোল। একটি গোলও শোধ করে ব্যবধান কমানোর কোন সুযোগ পায়নি ঐতিহ্যবাহী লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের খেলোয়াড়রা। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ফুটবল আসরের।টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে আজ, রবিবার সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। জয় দিয়ে লীগ সূচনা করে নাইন বুলেটস এক প্রকার মনোবল বাড়িয়ে নিয়েছে। গোলের শুরু খেলার ৭ মিনিটের মাথায় রাজধান সিংহের সৌজন্যে। প্রথমার্ধে আর গোলের তেমন সুযোগ পায়নি। পাশাপাশি গোলটি ধরে রাখার লক্ষ্যে রক্ষণভাগ শক্ত করে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে লাল বাহাদুরের খেলোয়াররা অনেকটা অলআউট খেলার প্রয়াস নিলে সুযোগ বুঝে তারুণ্যে ভরা দল প্রতি আক্রমণ রচনা করে। খেলার ৬০ মিনিট থেকে ৮০ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ কুড়ি মিনিটের মধ্যে একে একে তিনটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে চার শূন্য করে নেয়।

খেলার ৬০ ও ৮০ মিনিটের মাথায় হামাংজোয়ালা একাই দুটি গোল করেন। মাঝে ৭৮ মিনিটের মাথায় মনীষ দেববর্মা একটি গোল করে। খেলার প্রথমার্ধে তেমন রাফ খেলা পরিলক্ষিত না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে রেফারি তাপস দেবনাথ খেলায় অসদাচরণের দায়ে দু দলের চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। চার গোলে জয় ছিনিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে মাঠ ছাড়ে নাইন বুলেটস। দিনের খেলা: সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টাউন ক্লাব বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব।

আকাশদীপ, নীতীশেরা বার বার চোট পাচ্ছেন! সমস্যার সমাধান বাতলে দিলেন ধোনি

৪৪ বছর বয়সেও আইপিএল খেলছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পরেও ২০ ওভার উইকেটের পিছনে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। দীর্ঘ ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে খুব কম বারই চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। কয়েক বছর আগেও ধোনির সঙ্গে দৌড়ে পারতেন না হার্দিক পাণ্ড্যেরা। অথচ ২৮ বছরের আকাশদীপ, ২২ বছরের নীতীশ রেড্ডিরা বার বার চোট পাচ্ছেন। কেন এই সমস্যা হচ্ছে? কারণের পাশাপাশি তার সমাধানও বাতলে দিলেন ধোনি।নিজের শহর রাঁচীতে একটা অনুষ্ঠানে ধোনিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক জানিয়েছেন, তরুণ প্রজন্ম পরিশ্রম করে না। খেলাধুলো করে না। ফলে ফিটনেসে সমস্যা হচ্ছে। ধোনি বলেন, "এখনকার দিনে তরুণ প্রজন্মের ফিটনেস কমে যাচ্ছে। তার কারণ, শারীরিক পরিশ্রম কম হচ্ছে। এখন কেউ খেলাধুলো করতে চায় না। সেই কারণে গোটা ভারতের তরুণদের ফিটনেস কমছে।"এই প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা জিভার উদাহরণও টেনেছেন ধোনি। তিনি বলেন, "এমনকি, আমার মেয়েও শারীরিক পরিশ্রম করে না। ও কোনও খেলাধুলো করে না। তাই আমাদের ভাবতে হয়, কী ভাবে ওকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখব। দৌড়ঝাঁপ না করলে শরীর ফিট হবে না। সেটা সকলকেই বুঝতে হবে।"

চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া সফরে পিঠে ব্যথা হয়েছিল আকাশদীপের। সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। আইপিএলের শুরুর দিকেও খেলতে পারেননি বাংলার পেসার। পরে চোট সারিয়ে দলে ফিরে ইংল্যান্ডে দুটো টেস্ট খেলে আবার পিঠে ব্যথা শুরু হয়েছে আকাশের। ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম।একই হাল নীতীশের।

আইপিএলের আগে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ফলে আইপিএলের শুরুতে বল করেননি। ইংল্যান্ডে দুটো টেস্ট খেলার পর জিম করতে গিয়ে এমন চোট পেয়েছেন যে সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। দেশে ফিরেছেন তিনি। পিঠের ব্যথা ভুগিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকেও। চলতি সিরিজে তিনি তিনটের বেশি টেস্টে খেলতে পারবেন না। কোমরের চোটে লাল বলের কেরিয়ারই শেষ হয়ে গিয়েছে হার্দিকের। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে সুস্থ থাকা যায়, সেই উপায় বাতলে দিয়েছেন ধোনি।

বৃষ্টিতে মাঝপথে পরিত্যক্ত সোনামুরা ধর্মনগরের ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচটিও মাঝপথে থেমে গেল। বৃষ্টির কারণে। খেলা হচ্ছিল সোনামুড়া এবং ধর্মনগরের মধ্যে। ধর্মনগর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচ। যথাসময়ে খেলা শুরু হয়েছিল। প্রায় দু"ঘন্টা ধরে খেলা হয়েছিল। অতঃপর বৃষ্টির দৌলতে মাঝপথে ম্যাচ থেমে গেলে পরবর্তী সময়ে খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। মূলতঃ আউটফিল্ডে জল লেগে থাকা অর্থাৎ আনফিট হয়ে যাওয়ার কারণে দিনের মতো ম্যাচ থামিয়ে রিজার্ভ ডে হিসেবে আগামীকাল (সোমবার) পুনরায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সকালে ম্যাচ শুরুতে সোনামুড়া মহকুমার দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২৮.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। সোনামুরার দেবজ্যোতি পাল ৪৭ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ছিল। এছাড়া, ওপেনার বচ্চন দাসের ৩০ রান এবং অরিন্দম বর্মন ২২ রান সংগ্রহ করেছিল। অধিনায়ক উদিয়ান বোস ১০ রানে অপরাজিত ভূমিকায় দেবজ্যোতির সঙ্গে ব্যাট করছিল। এদিকে, ধর্মনগরের শুভদীপ এষ ৯ রানে দুইটি এবং শুভম সিনহা একটি উইকেট পেয়েছিল। আগামীকাল দুই দল পুনরায় কোমর বেঁধে প্রথম থেকে খেতাবি লড়াইয়ে মাঠে নামবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

ভাল মানুষ হয়ে থাকলে ভারতকে হারানো যাবে না, কোচ ম্যাকালাম বুঝিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ডকে!

লর্ডসে পাঁচ দিনের টেস্টের বেশির ভাগ সময়ে পিছিয়ে থাকার পরেও ভারতকে হারিয়েছে ইংল্যান্ড।২২ রানে জিতে সিরিজে ২-১ এগিয়ে গিয়েছেন বেন স্টোকসেরা। লর্ডসে তাদের এই জয়ের নেপথ্যে রয়েছেন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। সে কথা ফাঁস করলেন ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক। পাশাপাশি তাঁদের কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে মুখ খুলেছেন আর এক ক্রিকেটার ব্রাইডন কার্স।

লর্ডসে তৃতীয় দিন খেলার শেষ দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলির সঙ্গে বিবাদ হয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সেই বিবাদের পর খেলা শেষে মাঠে দাঁড়িয়ে দলের ক্রিকেটারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ম্যাকালাম। ব্রুক বলেন, "ম্যাকালাম আমাদের বললেন, আর ভাল মানুষ হয়ে থাকলে চলবে না। এত দিন অনেক চুপ থেকেছি। এ বার ওদের সরাসরি জবাব দিতে হবে। মাঠে আগ্রাসন দেখাতে হবে। চতুর্থ দিন ওদের জবাব ভাল সুযোগ আমরা পাব।"ব্রুক জানিয়েছেন, চতুর্থ দিন তাঁদের ইনিংস শেষ হওয়ার পর তাঁরা ঠিক করে নিয়েছিলেন লড়াই ছাড়বেন না। ১৯৩ রান কম হলেও ভারতকে সমস্যায় ফেলবেন। ম্যাকালামের কথা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রুক বলেন, "ম্যাকালামের কথায় সকলে উত্তেজিত ছিল। আমরা ওদের চোখে চোখ রেখে জবাব দিতে চাইছিলাম। সকলের শরীরী ভাষায় সেটা বোঝা যাচ্ছিল। শেষ দিনও একই আগ্রাসন নিয়ে আমরা খেলেছি। তাই ওরা ফিরতে পারেনি।"কার্স আবার জানিয়েছেন, কী ভাবে নিজেদের খেলার ধরন তাঁরা বদলেছেন। 'বাজবল' থেকে সরেছিলেন তাঁরা। তবে পুরোটাই হয়েছিল একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে। কার্স বলেন, "আমরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলি, সেটা খেলিনি। কিছুটা বদলেছিলাম। তাতেও সফল হয়েছি।এর থেকেই প্রমাণ হয় পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা খাপ খাওয়াতে পারি। পরিস্থিতিত অনুযায়ী নিজেদের বদলাতে পারি।'

প্রত্যাশিতভাবেই ১ম বর্ষ রাজ্য স্কুল দাবায় হোলিক্রশ স্কুল চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই প্রথম বর্ষ রাজ্য স্কুল রেটিং দলগত দাবা প্রতিযোগিতায় শিরোপা দখল করল হোলিক্রস স্কুল। রাজ্যের ৫১ টি স্কুলকে পেছনে ফেলে অনুরাগ ভট্টাচার্য, আয়ুষ সাহা, আদ্রুষ কর্মকার এবং কুশল সরকার-রা দাপটের সঙ্গে চোষট্টি ঘরে লড়াই করে নিজের স্কুল হোলিক্রসকে সেরা শিরোপা এনে দেয়। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে প্রথম বর্ষ ওই আসর অনুষ্ঠিত হয় এন এস আর সি সি - র দাবা হল ঘরে। আসরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল এবং শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দির। রবিবার আসরে শেষ দিনে শেষ চার রাউন্ডের খেলা হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সচিব সুজিত রায়, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, পূর্বোত্তর দাবার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কে এম ওয়াজারি, রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, সচিব মিঠু দেবনাথ, যুগ্ম সচিব কিরীটি দত্ত, কোষাধক্ষ্য ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস , ত্রিপুরা স্পোর্টস সেলের প্রভারই কমল দে এবং রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি রতন দাস। প্রথম বর্ষ অনুষ্ঠিত আসরে রেকর্ড সংখ্যক রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫২ টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। এত সংখ্যক দাবাড়ুদের উপস্থিতি দেখে খুশি ক্রীড়া পর্ষদের সচিব। স্পষ্টভাবেই বলেন, ত্রিপুরায় এত সংখ্যক দাবাড়ু রয়েছে তা জানা ছিল না। বর্তমান কমিটির কর্তারা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যেভাবে ত্রিপুরার দাবাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছেন এরই সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বাস করি আগামী দিনে আরও বহু দাবাড়ু বেরিয়ে আসবে রাজ্য থেকে। রাজ্য সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ বলেন, ত্রিপুরা দাবাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর। সংস্থার সভাপতি যেভাবে আমাদের মনোবল বাড়িয়ে চলছেন তাতে আমাদের বিশ্বাস ত্রিপুরার দাবার জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। সামনে আরও নতুন নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হবে ত্রিপুরা দাবার উন্নতির জন্য। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রথম বোর্ডের প্রথম পাঁচ দাবাড়ুরা হলো আরধ্যা দাস, শাক্য সিনহা মোদক, অন্তরীপ আচারিয়া, শিবজিৎ সাহা, পৃথ্বীরাজ সাহা, দ্বিতীয় বোর্ডে অগ্রজিৎ পাল, কৃশানু চৌধুরী, আরাধ্যা চৌধুরী, আয়ুষ সাহা, অভিনব নাথ, তৃতীয় বোর্ড অঙ্কিতা সরকার, দত্ত মেগনাস, আদ্রুষ কর্মকার, সংগীত দাস, বিপ্রজিৎ পাটোয়ারী, চতুর্থ বোর্ডে কুশল সরকার, পীতাম্বর দেবনাথ, প্রজ্ঞান দাস, রত্নদ্বীপ সূত্রধর, অংশুমান দেবনাথ প্রথম পাঁচটি স্থান দখল করে। পঞ্চম বোর্ডে প্রথম চারটি স্থান দখল করে যথাক্রমে কানিক্স চৌধুরী, মোহাম্মদ আরমান খান, আবির দে এবং প্রদীপ্তা কর। শুধু তাই নয় আসরে অংশ নেওয়া প্রতিটি দাবাড়ুকে মেডেল এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলের কোচ এবং ম্যানেজারকে সংবর্ধনা জানানো হয় রাজ্য দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে। রাজ্য দাবা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় খুশি বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দাবাড়ু থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও। আগামী দিনেও যাতে এই খেলা রাজ্য দাবা সংস্থা বজায় রাখে এর অনুরোধ করেছেন সকলেই। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় হোলিক্রশ স্কুলের দাবাড়ুদের অভিনন্দন জানান কোচ কিরীটী দত্ত।

লাল বলের ক্রিকেটে আবার ব্যর্থ বৈভব, দ্বিতীয় টেস্টে দুটো ছক্কা মেরেই আউট ২০ রানে

শিক্ষাই নিচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশী। লাল বলের ক্রিকেটে যেখানে ধৈর্যটাই আসল, সেখানে বার বার চালিয়ে খেলতে গিয়ে আউট হচ্ছে সে। দ্বিতীয় টেস্টেও তার ব্যতিক্রম নেই। প্রথম ইনিংসে মাত্র ২০ রানে আউট হয়ে গেল বৈভব। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করেছিল সে।যুব দলের দ্বিতীয় টেস্টে আগে ব্যাট করে ৩০৯ রান করেছে ইংল্যান্ড অনূর্ধ-১৯ দল। শতরান করেছেন একাংশ সিংহ। অর্ধশতরান করেছেন অধিনায়ক টমাস রিউ। ভারতের হয়ে নমন পুষ্পক চারটি উইকেট নিয়েছেন ৭৬ রানে।সোমবার ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চালিয়ে খেলার দিকে মন দেয় বৈভব। একটি চার এবং দু'টি ছয় মারে। তার পরেই আলেক্স গ্রিনের বলে এএম ফ্রেঞ্চের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে যায়। ১৪ বলে ২০ রান করেছে সে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের অনূর্ধ-১৯ দল এক উইকেটে ৫১ রান তুলেছে। আয়ুষ মাত্রে ২৪ এবং বিহান মলহোত্র ৬ রানে ক্রিজে রয়েছেন। ভারত এখনও পিছিয়ে ২৫৮ রানে।এজবাস্টনে ভারত বনাম ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট দেখতে গিয়েছিল বৈভব। শুভমন গিলের দ্বিশতরান দেখেছিল চোখের সামনে। তার পর বলেছিল, "শুভমনের থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেলাম। ও আমাদের সকলের কাছেই আদর্শের মতো। দেশের হয়ে লাল বলের ক্রিকেট খেলা যে কোনও ক্রিকেটারের কাছেই স্বপ্ন।"যদিও কোচ হৃষিকেশ কানিতকর সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি চাই তরুণ ক্রিকেটারেরা শিখুক যে সব বলই মাঠের বাইরে পাঠানোর কোনও দরকার নেই। সব বলে চার-ছয় না মারলেও চলবে। সব পরিস্থিতিতে উত্তেজক ক্রিকেট খেলা যায় না। তুমি যদি রান রেট ধারাবাহিক রাখো তা হলেও দলের অনেক উপকার হবে। ঠিক সে ভাবেই শুভমন ব্যাট করেছে।" কিন্তু সেই নির্দেশ মানছে না বৈভব।

আবারও মেসির জোড়া গোল ভাঙলেন রোনালদোর রেকর্ড

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) টানা ৫ ম্যাচে জোড়া গোলের পর ৬ নম্বর ম্যাচে গোলহীন ছিলেন লিওনেল মেসি। সিনসিনাটির বিপক্ষে আর্জেন্টাইন মহাতারকার গোল না করার ম্যাচে হেরেছিল ইন্টার মায়ামিও। এক ম্যাচ বিরতি দিয়ে আজ রোববার আবারও জোড়া গোলে করেছেন মেসি। জয়ে ফিরেছে ইন্টার মায়ামিও। এমএলএসের ম্যাচে নিউইয়র্ক রেড বুলসকে ইন্টার মায়ামি উড়িয়ে দিয়েছে ৫-১ গোলে। জোড়া গোলের পাশাপাশি সতীর্থের একটি গোলে অ্যাসিস্টও করেছেন মেসি। আর এ ম্যাচেই তিনি পেনাল্টিবিহীন গোলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেছেন।

রেড বুল অ্যারেনার ম্যাচটিতে অবশ্য শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ১৪ মিনিটে আলেক্সান্ডার হেকের গোলে পিছিয়ে পড়ে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। তবে ব্যবধানটা ১০ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে পারেনি রেড বুলস। মেসির বক্সের বাইরে থেকে করা দুর্দান্ত এক অ্যাসিস্টে মায়ামিকে সমতায় ফেরান জর্দি আলবা। মেসির সামনে এ সময় রেড বুলসের তিন খেলোয়াড় থাকলেও মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটেছে, তাঁরা যেন বুঝতেই পারেননি।

এই গোলের মধ্যে দারুণ এক মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন মেসি। এ নিয়ে ২০০৭ থেকে টানা ১৯ পঞ্জিকাবর্ষে ৩০ বা তার বেশি গোলে সরাসরি অবদান রাখলেন মেসি। বার্সেলোনার হয়ে শুরু করা এ ধারা মেসি ধরে রেখেছেন পিএসজি ও ইন্টার মায়ামিতেও। মেসির মাইলফলক স্পর্শ করা অ্যাসিস্টের পর প্রথমার্ধে আরও দুই গোল আদায় করে নেয় মায়ামি। ২৭ ও যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গোল দুটি করেন তেলাসকো সেগোভিয়া।

বিরতির পর দেখা মেলে মেসির একক প্রদর্শনীর। ৬০ মিনিটে সের্হিও বুসকেতসের অসাধারণ এক পাস ধরে গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করেন মেসি। এরপর ম্যাচের ৭৫ মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে মেসি করেন নিজের দ্বিতীয় ও দলের ৫ম গোলটি। আর এ গোলেই নিশ্চিত হয় ইন্টার মায়ামির ৫-১ গোলের জয়।

এ ম্যাচে জোড়া গোল করে মেসি পেনাল্টিবিহীন গোলের রেকর্ডে রোনালদোকে ছাড়িয়েছেন। পর্তুগিজ তারকার ৯৩৮ গোলের ৭৬৩টি ছিল নন-পেনাল্টি, যা ছিল রেকর্ড। আজকের জোড়া গোলে রোনালদোকে ছাপিয়ে মেসির নন-পেনাল্টি গোল ৭৬৪টি। আর ক্যারিয়ার গোলসংখ্যা ৮৭৪। রোনালদোর চেয়ে ১৬৭ ম্যাচ কম খেলেছেন মেসি।

ট্রেনে ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছল ভারতীয় দল, ঘুরপথে বেরোতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজলেন শুভমনেরা,

চতুর্থ টেস্ট খেলতে লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। শনিবার দুপুরে গোটা দল ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছেছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে দুপুর থেকেই। নির্ধারিত প্ল্যাটফর্ম দিয়ে না বেরিয়ে ঘুরপথে টিম বাস ধরতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন ক্রিকেটারেরা। প্রায় ৩০০ মিটার হেঁটে বাস ধরতে হয়েছে তাঁদের। এ দিকে, চতুর্থ টেস্ট থেকে ছিটকে যেতে পারেন অর্শদীপ। যদিও তিনটি টেস্টের কোনওটিতেই খেলেননি তিনি। ট্রেন যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল, সে দিক দিয়ে বেরোয়নি ভারতীয় দল। পিছনের দরজা দিয়ে বেরোন ক্রিকেটারেরা। ফলে বৃষ্টিতে ৩০০ মিটার হেঁটে টিম বাসে পৌঁছতে হয়। বাসে মালপত্র তুলতে গিয়ে আরও খানিকটা ভিজতে হয়েছে। তার পর গোটা দলকে নিয়ে হোটেলের উদ্দেশে রওনা দেয় বাস।

লর্ডসে হারের পরেও চার দিন লন্ডনে ছিল দল। তার মধ্যে বেকেনহামে একদিন অনুশীলনও করেছে তারা। কেএল রাহুল ছাড়া সকলেই সেই অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন। ঋষভ পন্থ, আকাশদীপ এবং মহম্মদ সিরাজ হালকা অনুশীলন করেন। বাকিরা সকলেই পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সারেন। রবিবার থেকেই ম্যাঞ্চেস্টারে অনুশীলনে নামবে ভারত। আগামী বুধবার, ২৩ জুলাই থেকে শুরু চতুর্থ টেস্ট। তবে রবিবারের অনুশীলন হবে রুদ্ধদ্বার। সংবাদমাধ্যমের প্রবেশের অনুমতি নেই। ২১ জুলাই থেকে অনুশীলন দেখার সুযোগ থাকছে।

লন্ডনে যে রকম গরম আবহাওয়া ছিল, ম্যাঞ্চেস্টারের আবহাওয়া তার থেকে অনেকটাই আলাদা। বৃষ্টি হচ্ছে গত কয়েক দিন ধরেই। ম্যাচের দিনগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খুব বেশি সময় নষ্ট হওয়ার কথা নয়। যদিও ইংল্যান্ডের আবহাওয়া নিয়ে পূর্বাভাস করতে রাজি নন কেউই।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে

দেশ ও সব জাতিকে একসূত্রে গাঁথার উদ্যোগ নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশ এবং সব জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষকে এক সূত্রে গাথার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ১২৪তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়নগর এলাকায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

১০ মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়নগর এলাকায় রবিবার প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠান শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী , সদর গ্রামীণ জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের অনেক কিছুই আমাদের অজানা। আর সেই অজানাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই প্রধানমন্ত্রীর এই 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান। দেশের প্রধানমন্ত্রী সারা দেশকে এক সূত্রে গেথে দেশের সর্বত্র উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশের সব জায়গার সমস্ত অজানা তথ্য উঠে আসছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

তিনি আরও বলেন, এই 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেইভাবে সকলের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন, সেইভাবে কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা করেননি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বলেন আমাদের দেশে বহু পর্যটন ক্ষেত্র রয়েছে এগুলো পরিদর্শন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশে ভ্রমণের আগে দেশের অভ্যন্তরে যেসব ক্ষেত্র রয়েছে সেগুলো পরিদর্শনের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মন কি বাত' শ্রবণের মাধ্যমে সকলকে নিজেদের সমৃদ্ধ করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

গাঁজা সহ বিহারের দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুলাই: গাঁজা পাচারকালে বিহারের দুই যুবককে আটক করলো তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সঙ্গে ২১ কেজি গাজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি অভিযানের মধ্য দিয়ে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকা অর্থ মূল্যের শুকনো গাঁজা সহ বিহার রাজ্যের ভাগলপুরের বাসিন্দা দুই যুবককে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত দুই যুবকের নাম রবি কুমার এবং ঔম নাথ যাদব বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত দে দাবি করেছেন, পুলিশ যখন তৃষা বাড়ি এলাকাতে ভেহিকেল চেকিং করছিল তখন সংশ্লিষ্ট দুই যুবক পুলিশকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে আটক করে এবং তাদের সাথে থাকা কাঁধের ব্যাগ তল্লাশি করে শুকনো গাজা ভর্তি ২১ টা প্যাকেট উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে ডিসিএমের উপস্থিতিতে তাদেরকে আটক করা হয় বলে ওসি দাবি করেছে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ওসি জয়ন্ত দে জানান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাম্প্রতিক সময়ে তেলিয়ামুড়াতে গাঁজা সহ বেশ কিছু ধরপাকরের ঘটনা সামনে এসেছে। ধৃত দুই যুবক তেলিয়ামুড়া থেকে রেল ব্যবহার করে ভিন রাজ্যে যাওয়ার প্রচেষ্টায় ছিল বলে পুলিশের অনুমান।

ভারতীয় জনতা পার্টির তপশিলি জাতি মোর্চা'র সুরমা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ,২৭ জুলাই: ভারতীয় জনতা পার্টির তপশিলি জাতি মোর্চা"র সুরমা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে রবিবার এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ৩ নং ছোট সুরমা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় আয়োজিত এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।ভারতীয় জনতা পার্টির তপঃশিলী জাতি মোর্চা সুরমা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে রবিবারদিন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ৩ নং ছোটসুরমা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাঠে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন তপঃশিলী জাতি মোর্চা কর্মশালায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সুরমা মন্ডলের তপঃশিলী জাতি মোর্চা সভাপতি প্রহ্লাদ দাস, ধলাই জেলার এসসি মোর্চার সহ সভাপতি তথা ধলাই জেলার জেলা পরিষদে সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার,সুরমা কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সুনীল চন্দ্র দাস, সুরমা বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুভাষ আহির, সুরমা এসসি মোর্চার চেয়ারম্যান অমৃত লাল দাস প্রমুখ। এই কর্মসূচিতে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রচুর তপঃশিলী জাতি অংশের মানুষ উপস্থিতি ছিলেন।

কর্মশালায় সভাপতির ভাষণে তপঃশিলী জাতির সুরমা মন্ডল সভাপতি প্রহ্লাদ দাস বলেন, তপঃশিলী জাতি গোষ্ঠীর স্বার্থ আদায় করার জন্য কোন কিছুতে ভয় না করে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে কর্মশালার উদ্বোধক তথা বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বলেন, আগে দল, তারপর ব্যক্তি। সেই দিশায় কাজ করি। তপঃশিলী জাতিরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিলেন। আজ কেন্দ্রে ও রাজ্যের বিজেপি সরকার গ্রামাঞ্চলে গরীব তপঃশিলী জাতিদের পাশে দাঁড়িয়ে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কমলাসাগর ৩৬ নং বুথে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই: রবিবার সকাল ১১টায় কমলাসাগর বিধানসভার ৩৬ নং বুথে ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা নবাদল বনিক। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলা সাগর বিধানসভার প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তথা সুবীর চৌধুরী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানটি ৩৬ নং বুথের বুথ সভাপতি প্রানেশ চৌধুরীর বাড়িতে শ্রবন করেন উক্ত এলাকার জনগন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১২৪ তম পর্ব বিজেপির কমলাসাগর মন্ডলের অন্তর্গত ৩৬ নং বুথের কার্যকর্তাদের সাথে শ্রবণ করেন শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক।সারা রাজ্যের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের ১২৪ তম সংস্করণে কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৬ নং বুথে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে অনুষ্ঠানে এলাকার সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বিশেষ করে যুবকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মত। নবদল বণিক বলেন প্রধানমন্ত্রীর এই মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যের অনেক যুবক, যুবতী এবং মহিলারা আজ স্বাবলম্বী হয়েছে। এদিন সকলে মিলে গকুলনগর এলাকার ৩৬ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি প্রানেশ চৌধুরীর বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাতের" ১২৪ তম সংস্করণ শ্রবণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ মিঠুন সাহা, প্রাক্তন মন্ডল সদস্য প্রদীপ দেবনাথ, সুব্রত ভৌমিক সহ স্থানীয় বিজেপির কার্যকর্তারা।নরেন্দ্র মোদির জনকল্যাণমুখী 'মন কি বাত 'অনুষ্ঠান প্রতিমাসের শেষ রবিবারে ভালো ভালো জিনিস গুলি শ্রবন করে এলাকার বহু মহিলারা স্বাবলম্বী হয়েছে বলে জানান নবাদল বনিক।

চড়িলাম-আড়লিয়ার বেহাল রাস্তা নিয়ে জনরোষ

আগরতলা, ২৭ জুলাই : দীর্ঘ এক বছর ধরে চরম বেহাল দশায় পড়ে থাকা চড়িলাম-আড়ালিয়া রাস্তা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা গ্রাম। চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজিব কলোনি, আড়ালিয়া স্কুল হয়ে আড়ালিয়া বাজার পেরিয়ে রাজঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রবিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে গ্রামবাসীরা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তাটিতে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে আছে এবং সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল জমে কাদা হয়ে যায়। এর ফলে বাইক ও সাইকেল আরোহীরা প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। বহু গ্রামবাসী এই বেহাল রাস্তার কারণে হাত-পা ভেঙেছেন এবং কোমর ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন। এমনকি, ফায়ার সার্ভিস এবং অ্যাম্বুলেন্সও বেহাল রাস্তার কারণে গ্রামে ঢুকতে পারছে না, যা জরুরি পরিষেবা ব্যাহত করছে।

আড়ালিয়া হাই স্কুলের পাশেই এই রাস্তাটির অবস্থান হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদেরও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলে তাদের স্কুলে যেতে সমস্যা হয়। পথচারী থেকে কৃষক, প্রতিটি মানুষকে এই বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। রাস্তার পিচ এবং ইট সম্পূর্ণ উঠে গিয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তারা বহু দিন ধরে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছেন এবং দৌড়ঝাঁপ করেছেন, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। এই উদাসীনতার কারণেই এদিন সকালে গ্রামবাসীরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাদের ক্ষোভ উগরে দেন এবং অতি দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো আবেদন জানান।

নেশামুক্ত ত্রিপুরার লক্ষ্যে বিশালগড়ে ম্যারাথন দৌড়: যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে অভিনব উদ্যোগ

বিশালগড়, ২৭ জুলাই: নতুন আশায়, সমৃদ্ধির পথেনেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশালগড়ে আয়োজন করা হলো এক ব্যতিক্রমী ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। রবিবার সকালে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত রাস্তামাথা এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প থেকে এই ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন বিশালগড় বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মাননীয় সুশান্ত দেব।

বর্তমান সময়ে রাজ্যে নেশার প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। বিশেষ করে উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীরা নেশার ভয়াল গ্রাসে পড়ছে, যার ফলে সমাজে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বাড়ছে। বহু পরিবারে এর ফলে নেমে এসেছে চরম শোক, মায়ের কোল হয়েছে শূন্য। এই প্রবণতা রুখতে যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করতেই এই ম্যারাথনের আয়োজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ দাস, বিশালগড় মন্ডল সভাপতি তাপন দাস, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ সহ স্থানীয় নেতৃত্ব ও বহু যুবক-যুবতী। ম্যারাথনের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র শরীরচর্চা নয়, সমাজ গঠনের বার্তাও তুলে ধরা হয়।

বক্তব্যে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, "আমাদের তরুণ প্রজন্ম যদি নেশামুক্ত থাকে, তবেই একটি শক্তিশালী ও উন্নত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব। খেলাধুলা এবং সচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ডই পারে যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে।"

অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণ ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগামী দিনেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

কৈলাসহরে পুলিশের বড় সাফল্য চিনি বাগান নাকা পয়েন্টে বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ সহ গাড়ি আটক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জুলাই:কৈলাসহর থানায় ওসির দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বড় সাফল্য পেলেন তাপস মালাকার। বিশেষ সূত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ সহ একটি গাড়ি আটক করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে রবিবার বিকেলে চিনিবাগান এলাকায়, যেখানে ধর্মনগর থেকে কমলপুরগামী একটি সন্দেহজনক বলেরো গাড়িকে আটক করা হয়। গাড়িটির নম্বর এএস-১১-ওয়াই-২১১৭। ধর্মনগর থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক নিয়ে গাড়িটি চিনিবাগান নাকা পয়েন্ট অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশের সন্দেহ হলে গাড়িটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে দেখা যায়, গাড়ির ভিতরে রাখা রয়েছে ৫৫ কার্টুনে মোট ৯৮০ বোতল বিলেতি মদ, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান, গোপন সূত্রে আগাম খবর পেয়ে চিনিবাগান নাকা পয়েন্টের আশপাশে সাদা পোষাকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। কালো গ্লাস লাগানো সন্দেহজনক গাড়িটি দেখে তৎপরতা দেখায় পুলিশ। তল্লাশিতেই বেরিয়ে আসে এই বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য।

গাড়ির মালিক হিসাবে শনাক্ত হয়েছেন ধর্মনগরের বাসিন্দা সন্তোষ ধর। চালককে আটক করে তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান ওসি।ওসি তাপস মালাকার আরও জানান, কৈলাসহর এলাকায় মাদক পাচার রুখতে পুলিশের তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে।

সোনামুড়া জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে,ভারতরত্ন তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর এপিজি আব্দুল কালামের দশতম প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৭ জুলাই: ভারতবর্ষের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এবং মিসাইল ম্যান, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক, তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ভারতরত্ন ডাঃ এপিজি আবদুল কালামের ১০তম প্রয়ান দিবস অনুষ্ঠিত হয় আজ। উক্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত সোনামুড়া মন্ডলের অন্তর্গত রবীন্দ্র নগর কমিউনিটি হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে ছিল জেলা সংখ্যালঘু মোর্চা।

আবদুল কালামজির প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। স্টাট আপ সংখ্যালঘু যুবাদের যোগদান করার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আহ্বান করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাইনরিটি সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া। আগামী তিন তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে যোগদান করার সুযোগ রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জেলা এবং মহকুমা ব্লক মন্ডলে ও এরকম অনুষ্ঠান চলবে।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিল্লাল মিয়া, সিপাহী জলা জেলার সভাপতি উত্তম দাস, সোনামুড়া মন্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস, ধনপুর মণ্ডলের সভাপতি বিপুল মজুমদার, প্রাক্তন জেলা সভাপতি রতন দাস, সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সুনামুরা মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আব্দুল মমিন। বক্তারা আব্দুল কালামের জীবন দর্শন এবং তার কর্ম পদ্ধতি পন্থা দেশ রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা সমস্ত কিছু বিষয় নিয়ে তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে উনার ভাবদ্বারা এবং আলোর দিশারীতে উদ্বুদ্ধ করতেই এরকম ধরনের অনুষ্ঠান।

শহরের নামিদামি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে নষ্ট খাবার পরিবেশনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: ফের শহরের নামিদামি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে নষ্ট খাবার পরিবেশনের অভিযোগ তুললেন এক গ্রাহক। পাশাপাশি রেস্তরাঁর ম্যানেজারের বিরুদ্ধেও খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রাহক।

জানা গেছে, রবিবার বিকেলে শহরের কেএফসি রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে গেছিলেন এক ক্রেতা। যথারীতি তিনি মেনু দেখে খাবার অর্ডার করেন। খাবার পরিবেশন করার পর তিনি মুখে দিতেই লক্ষ্য করেন ওনাকে পরিবেশন করা খাবারটি পচা, তার থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেএফসির কর্তৃপক্ষকে ডেকে বিষয়টি জানালে তারা ওই ক্রেতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষ মানতে নারাজ যে খাবারটি নষ্ট। ওই গ্রাহক ঘটনায় রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শহরের নামি দামী রেস্তোরাঁগুলিতে এত নিম্নমানের খাবার পরিবেশিত হলে জনগণ কোথায় যাবে? প্রশ্ন তুলেন তিনি। শহরের সকল নামি রেস্তোরাঁগুলিতে অভিযান চালিয়ে তাদের খাদ্যের গুণগতমান যাচাই করার দাবি তুলেছেন ওই গ্রাহক।

সীমনা মণ্ডল কার্যালয়ে 'মন কি বাত'-এর ১২৪তম পর্ব শ্রবণ করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ২৭ জুলাই: আজ সীমনা মণ্ডল কার্য্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জীর জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৪তম পর্ব শ্রবণ করা হয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা এবং যুবসমাজকে জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার বার্তা এদিনের অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তিনি গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, নারীশক্তি ও শিক্ষার প্রসার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ

কংগ্রেসের বর্ধিত সভায় বিজেপিকে কড়া আক্রমণ বিরোজিতের, ডাক দিলেন আন্দোলনের

কৈলাসহর, ২৭শে জুলাই : শাসকদল বিজেপির শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করলেন কৈলাসহরের বিধায়ক ও কংগ্রেস নেতা বিরোজিৎ সিনহা। রবিবার পাইতুরবাজারে তাঁর বাসভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের বর্ধিত সভা থেকে তিনি বলেন, বিজেপির চারটি গুণঅপপ্রচার, দলবাজি, গুণ্ডামি আর খুন। এই অপশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন ফটিকরায়, কুমারঘাট, পাবিয়াছড়া, করমছড়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে কংগ্রেসের শাখা নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসকে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সভা থেকে।

সভায় আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল স্মার্ট মিটার বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং মাদক বিরোধী প্রচারাভিযান। আগামীদিনে জেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভা, বাজারসভা, উঠানসভা ও প্রচার অভিযান চালানোর ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও, সভা থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ঊনকোটি জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিমানবন্দর ও রেল পরিষেবার উন্নয়ন সহ একাধিক দাবি নিয়ে শীঘ্রই আন্দোলনের পথে নামবে কংগ্রেস। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণাও হয় এই সভা থেকে।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিরোজিৎ সিনহা ছাড়াও জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি অশ্বিনী দেববর্মা, শ্যামল ভট্টাচার্য সহ যুব কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোজিৎ সিনহা জোর দিয়ে বলেন, সংগ্রাম ছাড়া কোনো পথ নেই। বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

এই সুযোগে আমরা যদি সংগঠনকে মজবুত করি, তাহলে কংগ্রেস ফের রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারবে।

সভা থেকে দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, কেবল বক্তৃতা নয়, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ময়দানে নামলেই দল শক্তিশালী হবে। এবং সেই লক্ষ্যে প্রতিটি এলাকায় ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ২৭ জুলাই: জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের অঙ্গীকারবনবদ্ধ। আজ সীমনা বিধানসভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা পরিদর্শন শেষে একথা বলেন।

শিক্ষা হলো সমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সীমনা বিধানসভা কেন্দ্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় কর্মসূচি সম্পন্ন করার পর জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা পরিদর্শন করলেন সুরেন্দ্র নগর এসটি গার্লস হোস্টেল, আখলিয়াছড়া এস টি গার্লস হোস্টেল এবং কাতলামারা এসটি বয়েজ বোর্ডিং হাউস।

মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে শোনেন। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা হোস্টেলের অবকাঠামো, শিক্ষা পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন,"সরকারের মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যেক জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের একটি নিরাপদ, সহায়ক এবং অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ প্রদান করা। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তাঁদের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের পথে বাধাহীনভাবে এগিয়ে যেতে পারেন।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, একটি শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল এবং সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগকে সরকার সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মানোন্নয়ন শুধু নীতি নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শক্তিশালী করে তোলার। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৭ নং বুথের কার্যকর্তাদের সাথে বসে শ্রবণ করলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই: আজ ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীর 'মন কি বাত'- অনুষ্ঠানের ১২৪তম পর্ব। আর প্রধানমন্ত্রীর এই মন কি বাত অনুষ্ঠানটি রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৭ নং বুথের কার্যকর্তাদের সাথে বসে শ্রবণ করলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি জির জনপ্রিয় মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৪ তম পর্ব। প্রতিমাসের শেষ রবিবারে এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবাসীর সম্মুখে নানা বিষয় তুলে ধরেন। আজ প্রধানমন্ত্রীর মনকী বাতের মধ্য দিয়ে স্বদেশী করণ, অমরনাথ থেকে শুরু করে ভারতীয় তীর্থস্থান ও পরম্পরা এবং ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সহ নানা বিষয় উল্লেখ করেছেন। এবং সমগ্র পৃথিবীকে এক সূত্রে গাথার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি আজ ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র ২৭ নং বুথের কার্যকর্তাদের সঙ্গে একসাথে বসে শ্রবণ করেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় কাউন্সিলর বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে ভগবান দাস বলেন প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত বিষয়ে তুলে ধরেন তার সমস্ত ভারতবাসীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas